CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 July 2019 ■আগরতলা, ৭ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ২১ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিলেন নিগমের সিএমডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। বাড়তে চলেছে বিদ্যুৎ মাশুল। এমনটাই আজ ইঙ্গিত দিলেন বিদ্যুৎ নিগমের সিএমডি এম এস কেলে। তাঁর কথায়, অন্তিমবার ২০১৪ সালে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানো হয়েছিল। এরপর থেকে গত ৫ বছরে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা খুবই জরুরি বলে দাবি করেন তিনি।

এদিকে, ভোক্তাদের পরিষেবায় আপোষ হোক, তবুও যত কম লোক নিয়োগ করে কাজ চালানো যায়, সেই পথেই এতদিন হেঁটেছে বিদ্যুৎ নিগম। ফলে রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে গ্রাহক অশান্তি চরমে পৌছে যায়। কিন্তু, সম্প্রতি বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়ে এখন শূন্যপদে নিয়োগ করতে চলেছে নিগম। আজ বিদ্যুৎ নিগমের সিএমডি সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, শীগ্রই ১৯২ জন কর্মী চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।

প্রসঙ্গত, বিদ্যুতের যন্ত্রনায় ত্রিপুরায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। প্রায়শই লোডশেডিং এর ফলে যন্ত্রনা আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে মাঠে নামেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। তিনি সাফ বলে দেন, কর্মীস্বল্পতা দূর করে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আজ নিগমের সিএমডি এম এস কেলে জানিয়েছেন, আগরতলায় ৭৯ টিলা স্থিত সাব স্টেশনে বিরাট সমস্যা দেখা দেওয়ায় কয়েকদিন বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় ভোক্তাদের ভুগতে হয়েছে। তবে, এখন সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু সমস্যা সময়ের মধ্যেই সমাধানে তৎপর রয়েছে নিগম।

তার কথায়, রাজ্যে ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৪৫৯ জন ভোক্তা রয়েছেন।কিন্তু, তাদের মধ্যে সরকারি দপ্তরগুলি থেকে ৯০ কোটি এবং সাধারণ ভোক্তাদের কাছ থেকে ১৫০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে।

এদিকে, বিদ্যুতের সমস্যা দ্রুত সমাধানে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান তিনি। তার কথায়, দীর্ঘ বছর ধরে পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না। কিন্তু, এখন ১৯২ জন কর্মী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তার আশা, বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে রাজ্যে।

এদিন বিদ্যুৎ নিগমের সিএমডি বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করেছেন। তিনি জানান, ২০১৪ সালে অন্তিমবার বিদ্যুৎ বাড়ানো হয়েছিল। এরপর থেকে বাড়ানো হয়নি বিদ্যুৎ মাশুল। কিন্তু, প্রতিবছর নিগমের ব্যয় বেড়েছে। আয়ের সাথে সাজ্জুজ রেখে ব্যয় বরাবরই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর কথায়, নিগমের আর্থিক স্থিতি স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি খুবই জরুরি। কারণ, বাংলাদেশ এবং সম্প্রতি নেপালকে বিদ্যুৎ বিক্রি করে নিগমের লোকসান অনেকটাই কমেছে। তবুও,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রিয়াং শরনার্থী প্রত্যাবর্তন, ৫৪৯৮ জন নিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। অবশেষে ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া পাকাপাকিভাবে শুরু হতে চলেছে। কারণ, ত্রিপুরার উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর এবং দামছড়ায় বহু বছর ধরে অবস্থানরত ৫৩৭৮ জন শরনার্থীদের মিজোরামে ফিরে যেতে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখে মিজোরামের বাসিন্দা বলেই প্রমান মিলেছে। তাই, তাদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে সমস্ত শরনার্থীদের নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার আদেশ আগেই দিয়েছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।এখন ওই ৫৩৭৮ জন শরণার্থীদের শনাক্ত করা হয়েছে। তারা মিজোরামের বাসিন্দা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছে, ত্রিপুরায় আশ্রিত শরনার্থীরা মিজোরামে ফিরে গেলে নিজ রাজ্যে তারা সব ধরনের সরকারি সুযোগ সুবিধা পাবেন।প্রত্যেক শরণার্থী পরিবারকে দুই বছর পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী ও প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যও প্রদান করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

সম্প্রতি, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কাঞ্চনপুর ও পানিসাগরে শরণার্থী শিবিরে তাদের মিজোরামের বাসিন্দা হওয়ার প্রমান খতিয়ে দেখছেন মিজোরাম সরকারের প্রতিনিধিরা। গত ৩ জুলাই থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই প্রক্রিয়া।উত্তর ত্রিপুরা জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক জানিয়েছেন, ৫৩৭৮ সে শরণার্থী আগেই মিজোরামের বাসিন্দা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তাই, তাদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত বলে স্থির হয়েছে। বাকিদের প্রামাণ্য তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারাও মিজোরামের বাসিন্দা হিসেবেই প্রমাণিত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

আগুনে পুড়ে ছাঁই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৭টি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জুলাই ।। গভীর রাতে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে চাঁই উদয়পুর মহকুমার কাকরাবনথানাধীন তুলামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাতটি রুম সহ বারান্দা ও ওয়াশ রুম। অল্পেতে রক্ষা পেলো হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী ও রোগীর আত্মীয় স্বজনরা। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনে। যদিও আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই ছিলো যে দমকলের কর্মীরা পৌছার আগেই পুড়ে চাঁই হয়ে যায় হাসপাতালের সাতটি ঘর। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার রাত আনুমানিক তিনটায় হাসপাতালের জেনারেটর মেশিন থেকে আগুন লাগে এতে হাসপাতালের ওপিডি, লেবার রুম, অফিস ঘর, স্টোর রুম সহ মোট সাতটি রুম পুড়ে চাঁই হয়ে যায়। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ডা. প্রীতম☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার বারাণসীতে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে সামিল হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে পূর্বোত্তরে বরাদ্দ অর্থ অব্যায়িত রয়েছেঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।।: খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে পূর্বোত্তরের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচ হচ্ছে না। আক্ষেপ করে এ-কথা বলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ রাষ্ট্র মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি। তাঁর কথায়, পূর্বোত্তরের ফল-সব্জির বিরাট ভান্ডার রয়েছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এর বাজার দখল করা সম্ভব। তাই তিনি কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের সুযোগ সুবিধা নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

শনিবার আগরতলায় প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্পদা যোজনার অন্তর্গত কর্মশালায় রামেশ্বর তেলি বলেন, ১৯৮৮ সালে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক গঠন করা হয়েছিল। তখন ওই মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ কম ছিল। কিন্তু এখন যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। তার কথায়, গত অর্থ বর্ষে ১৪০০ কোটি টাকা এই মন্ত্রকের জন্য পূর্বোত্তরে খরচে বরাদ্দ করা হয়েছিল। অথচ, পুরো টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। তার দাবি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকে পূর্বোত্তরের জন্য ১১০ কোটি টাকা এখন অব্যায়িত রয়েছে।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বেকারত্বের সমস্যা নিয়ে সকলেই সরব হন। অথচ, স্বনির্ভরতার দিকে কেউ পা বাড়াতে চান না।তার কথায়, পূর্বোত্তরে ফল-সব্জির অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে। ওই ফল-সব্জির জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিরাট বাজারও রয়েছে। তার দাবি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের সহায়তায় বাজার দখলে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে শিল্পোদ্যোগে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হবে। তাতে একদিকে কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে অনেকেই স্বনির্ভর হতে পারবেন। তার দাবি, ত্রিপুরায় এমন অনেক ফল রয়েছে, সেগুলিকে সঠিক ব্যবহার করে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

এদিকে, ডোনার সহ বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে বরাদ্দের ১০ পূর্বোত্তরের জন্য চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তার কথায়, ওই অর্থ পাওয়া গেলে পূর্বোত্তরকে আরও উন্নত করা সম্ভব হবে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ রাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ্বর তেলি। ছবি- নিজস্ব।

কর্ণাটকে সংকট, ১৪ কং বিধায়কের ইস্তফা

বেঙ্গালুরু, ৬ জুলাই (হি. স.)।। শনিবার সকাল থেকেই কর্ণাটক বিধানসভায় কংগ্রেস ও জেডিএস-এর বিধায়কদের পদত্যাগের ঢল পড়ে যায়। বিকেলে জেডি(এস) নেতা এইচ বিশ্বনাথ মোট ১৪ জন বিধায়ক পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্যের পর কংগ্রেস বিধায়ক বি সি পাটিল জানান, ইস্তফা দিয়ে নাকি এদিন রাতেই বিশেষ বিমানে গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বিধায়কেরা। এতজন বিধায়কের একসঙ্গে পদত্যাগে স্বাভাবিকভাবেই টালবাহানার মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকার। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত কাজে দেশের বাইরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারাস্বামী। যদিও সোমবারই আমেরিকা থেকে তাঁর দেশে ফেরার কথা। অন্যদিকে, বর্তমান সরকার ভেঙে পড়লে নতুন সরকার গড়তে প্রস্তুত বিজেপি। এদিন বিজেপি নেতা ডি ভি সদানন্দ গৌড়া বলেছেন, এই বিধায়কেরা মনে করেছেন পার্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। বিজেপি নতুন সরকার গঠন করলে বি এস ইয়েদিউরাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলেও একরকম ঘোষণা করে দেন তিনি।

এদিন এতজন বিধায়কের এই ইস্তফা দেওয়ার পর কংগ্রেস অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান অন্যান্য কংগ্রেস বিধায়ক ও কর্মীরা। এখনও পর্যন্ত যদিও কারওরই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। প্রসঙ্গত, ১০৩ আসন বিশিষ্ট কর্ণাটক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সদস্যপদ সংগ্রহে প্রদেশ বিজেপির লক্ষ্যমাত্রা ৫ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মদিনে সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযানে সামিল হল বিজেপি । সদস্যপদ সংগ্রহে দল ৫ লক্ষ সদস্য নতুন নথিভুক্তের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। শনিবার নজরুল কলাক্ষেত্রে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সদস্যপদ অভিযানে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী দলের রাজ্য সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, নেতা কর্মীদের অহংকার বোধ না করে বিনয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। নতুন নতুন মানুষকে জয় করে দলের পতাকা তলে সামিল করতে প্রত্যেককে আরো দায়িত্ববান হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

৬ থেকে ১২ জন বিজেপি সপ্তাহ ব্যাপী সদস্যপদ অভিযান। পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে শুরু করে প্রদেশ সভাপতি প্রত্যেকেই সদস্যপদ অভিযানে সামিল হবেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব বলেন, দলের শীর্ষ নেতাদের নির্দেশিত পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য প্রয়োজন জনসম্পর্ক অভিযান আরও জোরদার করা। প্রদেশ সভাপতি বলেন, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদল সিপিএম-এর প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪২ শতাংশ এবং বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪৪ শতাংশ। ২০১৯ সালের লোকসভা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ এনেছে বামেরা। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দিচ্ছে বিজেপি। তাঁর আরও অভিযোগ, বিডিওর সামনেই সিপিএম প্রার্থীদের মনোনয়ন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এদিন তিনি বলেন, সারা রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে রেখেছে শাসক দল। বিভিন্ন স্থানে বিজেপি কর্মীরা চাপ দিয়ে সিপিএম প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করছেন। তাঁর দাবি, বিধায়ক শহীদ চৌধুরী এবং নারায়ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে ৮জন সিপিএম প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, মনোনয়ন জমা দিয়ে ব্লক অফিসে থেকে বাইরে বেড়িয়ে দেখেন বিজেপি কর্মীদের রক্ত চক্ষুর মুখে তাদের গাড়ি চালকরা গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন।

এদিন তিনি জানান, বামফ্রন্ট আহ্বায়ক বিজন ধরের নেতৃত্বে প্রাক্তন সাংসদ জিতেন চৌধুরী, শংকর প্রসাদ দত্ত এবং বিধায়ক তপন চক্রবর্তী আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জি কে রাওয়ের সাথে দেখা করেছেন। তাঁর কাছে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে সারা রাজ্যে বিরোধীদের হেনস্থার বিভিন্ন ঘটনাবলি তাঁর কাছে তুলে ধরেছেন বাম প্রতিনিধিদল।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি থেকে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। বিজেপি'র পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থীর বাড়ি থেকে প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিতিত্তে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারীক উত্তম বণিক এবং মধুপুর থানার ওসি'র নেতৃত্বে পুলিশের যৌথ অভিযানে কমলাসাগর পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী জাকির হুসেনের বাড়ি থেকে ইয়াবা টেবলেট, ফেন্সিডিল এবং বাংলাদেশী মুদ্রা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি চাকুরি অর্থনীতির মাপকাঠি হতে পারে না স্বরোজগারে জোর দিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। সরকারী চাকুরী রাজ্যের উন্নয়নের মাপকাঠি হতে পারে না। কারণ, সকলকে চাকুরী চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। তাই, ত্রিপুরা সরকার স্বরোজগার বাড়াতে চাইছে। তাতে, আর্থিক প্রগতি নিশ্চিত হবে। শনিবার প্রজ্ঞাভবনে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনার উপর এক কর্মশালার উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, বর্তমান রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই রাজ্যের যুবক-যুবতীদের স্বরোজগারী করার উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ এন্টারপ্রেণারশিপ উন্নয়ন হলেই রাজ্যে জিডিপি'র হার বাড়বে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত ৪০-৪৫ বছর ধরে রাজ্যের যুবকদের শুধুমাত্র সরকারি চাকুরির উপর নির্ভরশীলতার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠন হওয়ার পর বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিকে এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ন্যুনতম সহায়কমূল্যে কৃষকদের যন্ত্রপাতি, বীজ ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারও ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ন্যুনতম সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করা শুরু করেছে। তাঁর দাবি, এবছর কৃষকদের কাছ থেকে ২০ হাজার মেট্রিকটন ধানক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাতে, কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে এখন বেশি করে ধানচাষ করছে। ফলে, এখন রাজ্যে খালি জমি আর পড়ে থাকে না।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, কৃষকদের আয় যদি বাড়ানো না যায় তবে রাজ্যের জিডিপি'র হারও বাড়বে না। তাই, রাজ্যের বিখ্যাত ক্যুইন আনারসকে দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকরা যাতে দ্বিগুণ আয় করতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। তাঁর দাবি, বিগত সরকার ২৫ বছর ধরে কৃষক ও কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে কোন পরিকল্পনা নেয়নি। এরফলে কৃষকরা সেই সময় কৃষিকাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু, বর্তমান সরকার কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জোর গলায় দাবি করেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২৬৪ ◻ ৭ জুলাই
২০১৯ইং ◻ ২১ আষাঢ় ◻ রবিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

উত্তাপহীন পঞ্চায়েত ভোট

নিরুত্তাপ পঞ্চায়েত ভোট রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিকে কতখানি সচল রাখিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। নির্বাচনে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে তাহা হইলে এই নির্বাচন কোনও মতেই আকর্ষণ করিতে পারে না। গত বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়া রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতারোহন এবং পরে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আশাতীত জয় প্রকৃতপক্ষে বিরোধীদের কোমড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় দ্বিতীয় স্থান দকল করে কংগ্রেস। সিপিএম চলিয়া যায় একেবারে পেছনের সারিতে। অথচ এই দল টানা পঁচিশটি বছর ত্রিপুরায় ক্ষমতায় ছিল। বিরোধী কংগ্রেস ও সিপিএম এখন একেবারেই ম্রিয়মান। সংগঠন ভাঙ্গিয়া চৌচির। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী পাওয়াই এখন দুই দলের পক্ষে সমস্যা। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হইয়া গিয়াছে। আদর্শ আচরণবিধিও কার্য্যকর হইয়াছে। একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী দলের নেতা কর্মীরা দুর্দিনে দলের সংস্পর্শে থাকিতেই নারাজ। আসলে সিপিএম দলের নেতা কর্মীরা তো বিপ্লবী সত্তায় উদ্বুদ্ধ হয় নাই। দলের নব্বই শতাংশ ছিলেন পাওয়ার আশায়। কিছু কিছু নেতা নগ্ন দলবাজীর শিরোমনি ছিলেন। দল ছাড়া কিছু বুঝিতেন না। কিছু সুবিধা পাইতে হইলে আগে দলের খাতায় নাম লেখাইতে হইত। এই নগ্ন দলবাজির কারণে দলের উপর সাধারণের ক্ষোভ দিনে দিনে বাড়িয়াছে। সিপিএম দলে যাহারা নাম লেখাইয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্ভবত নব্বই জনেরই ধান্দা কিছু পাওয়া। এই ঘটনা যে সত্যি তাহা হাতে হাতে প্রমাণ মিলিয়াছে। সর্বসাকুল্যে সম্ভবত দশ শতাংশ এখন লাল ঝান্ডা হাতে নিয়া আছেন। ফলে, সন্ত্রাস হুমকি উপেক্ষা করিয়া দলের জন্য প্রাণপাত করিবার লোক নাই বলিলেই চলে। বাম নেতারা কি কোনদিন ভাবিয়াছিলেন এমন পরিণতি হইবে। এক সময় এরাজ্যে সিপিএম বিরোধীশূণ্য রাজনীতি কায়েমের লক্ষ্যে সচেষ্ট ছিল। ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৯৩ সালের মধ্যে পাঁচ বছর কংগ্রেস-যুব সমিতি জোট রাজ্যের ক্ষমতায় বসিয়াছিল। ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস জোট রাজত্বে সিপিএম একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থা কায়েম হইয়াছিল। তখন কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও-এর সরকারকে বাইরে থাকিয়া সমর্থনের শর্ত হিসেবে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। কংগ্রেস জোট মন্ত্রিসভাকে তত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বে পর্যন্ত রাখা হয় নাই। কংগ্রেস ও বিজেপির আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য এইখানেই। বিজেপি কোনমতেই তাহার সরকারকে উৎখাত করিয়া সিপিএমকে বসাইবে না। কংগ্রেস হাইকমান্ডই ত্রিপুরায় কংগ্রেসের মৃত্যু ঘন্টা বাজাইয়া ছিলেন। সিপিএম বিরোধী মঞ্চ হিসেবে ত্রিপুরার মানুষ কংগ্রেসকে বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু, কংগ্রেস হাইকমান্ড এই বিশ্বাসকে ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছেন। নিজের দলকে এইভাবে বধ করিবার ঘটনা কংগ্রেস হাইকমান্ডের পক্ষেই সম্ভব। শুধু নরসিমহা নহেন, বকলমে সোনিয়ার রাজত্বেও রাজ্য কংগ্রেসকে বলি দিয়া সিপিএমকে ক্ষমতায় রাখিতে সাহায্য করা হইয়াছে। সোজা কথায় ত্রিপুরায় বিজেপির উত্থানের জন্য সবচাইতে বেশি অবদান কংগ্রেস হাইকমান্ডের। সিপিএম হটাইতে হইলে ১০০ শতাংশ নির্ভরযোগ্যই ছিল বিজেপি। আর এজন্যই গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে উজাড় করিয়া ভোট দিয়াছে রাজ্যের মানুষ।

সিপিএম নামেই ক্যাডারভিত্তিক দল। সেই ক্যাডার গরিমা আর নাই। ক্ষমতায় থাকিয়া রাজনীতি করিতে অভ্যস্ত সিপিএম। দল ভাবিতে পারে নাই, এইভাবে বিদায় নিতে হইবে। বিজেপির মরণ কামড় আসিতেছে বামেরা তাহা আন্দাজই করিতে পারে নাই। এই দলকে চিনতে ভুল করিয়াছে বামেরা। এই দল অনেক বেশি ক্যাডারভিত্তিক। গেরুয়া দলের বিশ্বস্ত সৈনিক হইতে হইলে বিশাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। দলের স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রিত হয় অনেক বেশি বিশ্বস্ত জায়গা হইতে। দলে যোগ দিলেই বিশ্বস্ত বলিয়া চিহ্নিত হয় না। অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। ত্রিপুরা জয়ের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে থাবা বিস্তার করিয়াছে বিজেপি। এবার লোকসভা নির্বাচনে ৪২টির মধ্যে ১৮টি ছিনাইয়া নেওয়ার ঘটনাকে কোনমতেই খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে দল আদা জল খাইয়া নামিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। অগ্নিকন্যার এখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। নেতা কাউন্সিলারদের দূর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বিস্ফোরিত হইতেছে। এই ত্রিপুরায় সিপিএম নগ্ন দলবাজী, দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষোভের আগুন জ্বালাইয়াছিল। এই দলের মিটিং, মিছিলে না আসিলে সরকারী প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হইত না। এই নগ্ন দলবাজীর বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষ সমুচিত জবাব দিয়াছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে এই ত্রিপুরায় সিপিএম ও কংগ্রেস সহজে মেরুদন্ড সোজা করিয়া দাড়াইতে পারিবে না।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি খোলা মাঠেই গোল করিবে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। ত্রিপুরার দীর্ঘ রাজনীতির ইতিহাসে বিরোধীদের এমন ছন্নছাড়া অবস্থা দেখা যায় নাই। গ্রামস্তরে ক্ষমতা সম্প্রসারনের লক্ষ্যেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের সুযোগ আনিয়া দেয়। গ্রামের মানুষই গ্রামের ভাগ্য গড়িবে, এই লক্ষ্য নিয়া এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। গ্রাম স্তরে সত্যি গণতন্ত্র কতখানি প্রসারিত হইয়াছে তাহা নিয়া বিতর্ক থাকিতে পারে। এই সব বিতর্ক সত্বেও পঞ্চায়েত নির্বাচন সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও নতুন ইতিহাসের পথে পা বাড়াইতেছে।

বাজেটের পরবর্তী দিনই মহার্ঘ্য পেট্রোল-ডিজেল, মূল্যবৃদ্ধির চাপে নাভিশ্বাস আমজনতা

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধির চাপে এমনিতেই নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষউ এমতাবস্থায় ফের মহার্ঘ্য হল পেট্রোল ও ডিজেলউ দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে জ্বালানি তেলের দাম এক ধাক্কায় লিটার পিছু দু'টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণউ এক টাকা করে এক্সাইজ ডিউটি এবং একই হারে সেস বসানোয় লিটার প্রতি দু'টাকা করে দামি হয়ে গেল পেট্রোল-ডিজেলের দামউ শুক্রবার সংসদে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রীউ অর্থমন্ত্রীর ঘোষণার পরবর্তী দিনই, শনিবার মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল।

শনিবার রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের সমস্ত মেট্রো সিটিতে দামি হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলউ দিল্লিতে ২.৪৫ টাকা মূল্যবৃদ্ধির পর লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৭২.৯৬ টাকাউ এছাড়াও কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে যথাক্রমে, ২.৪০ টাকা, ২.৪২ টাকা এবং ২.৫৭ টাকা করে বেড়েছে পেট্রোলের দামউ মূল্যবৃদ্ধির পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন, ৭৫.১৫ টাকা, মুম্বইয়ে ৭৮.৫৭ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৭৫.৭৬ টাকাউ পেট্রোলের পাশাপাশি শনিবার ডিজেলের দামও উর্ধমুখীউ দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে যথাক্রমে, ২.৩৬ টাকা, ২.৩৬ টাকা, ২.৫০ টাকা এবং ২.৫২ টাকা করে বেড়েছে ডিজেলের দামউ মূল্যবৃদ্ধির পর দিল্লিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম এখন, ৬৬.৬৯ টাকা, কলকাতায় ৬৮.৫৯ টাকা, মুম্বইয়ে ৬৯.৯০ টাকা এবং চেন্নাইতে ৭০.৪৮ টাকা।

মাঝে কয়েকদিন সামান্য বাড়লেও, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম সেভাবে মাথা তোলেনিউ ফলে বাজেটে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কম থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছিলউ কিন্তু, অর্থমন্ত্রী ওই দুই জ্বালানি তেলের উপর বাড়তি কর ও সেস বসানোর প্রস্তাব দিয়েছেনউ যার জেরে মূল্যবৃদ্ধি হল পেট্রোল ও ডিজেলেরউ পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ায় মাথায় হাত মধ্যবিত্তের।

বিপুল জয়ের পরও দাতাকর্ণ হতে চাননি

জয়ন্ত ঘোষাল

'বিবিসি'-র জনপ্রিয় সিরিয়াল 'ইয়েস প্রাইম মিনিস্টার'-এর এক দৃশ্যে ছিল, ব্রিটিশ অর্থসচিব প্রধানমন্ত্রী সচিবকে বলছেন, বাজেট আসছে। দয়া করে প্রধানমন্ত্রীকে বোঝান, এত বেশি জনপ্রিয়তার রাস্তায় না হাঁটা-ই ভাল। ডায়াবিটেকি মানুষকে টকোলেট খাওয়ানোটা কি উচিত? কিন্তু রাজনেতারা এহেন উপদেশ গ্রহণ করতে চান না। ২০১৪ সালে যখন নরেন্দ্র মোদি বিপুল ভোটে জিতে দিল্লির মসনদে আসীন হন, তখন তো দেশের বহু শিল্পপতি বলতেই শুরু করেছিলেন 'ভাইব্রান্ট গুজরাত'-এর 'রূপকার' নরেন্দ্র মোদি এবার সংস্কারের মহারথে ধাবমান হবেন। জগদীশ ভগবতী আর অরবিন্দ পানাগড়িয়ার মতো অর্থনীতিবিদরা তো বলতেই শুরু করেছিলেন, মনমোহন সিং জমানার নীতিপঙ্গুতা দূর করে এবার বিজেপি কঠিন কঠোর সংস্কারের পথে যাবে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে 'খোলা বাজার'-এর অর্থিনীতির অভিমুখে চলবে শাসক দল। ভরতুকি আর সামাজিক ক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখী প্রকল্প নির্ভরতা কমিয়ে আর্থিক বৃদ্ধি বাড়ানো হবে। কার্যত 'বিজেপি' যেন আমেরিকার 'রিপাবলিকান দল'-এর ভারতীয় অধ্যায় হয়ে উঠবে।

বাস্তবে কিন্তু মোদির অর্থনীতি মার্গারেট থ্যাচারের মতো কঠিন কঠোর রাস্তা দিয়ে না হেঁটে আমজনতা ও গরিব মানুষের বাজেট তৈরির চেষ্টা করেছে বারবার। গত পাঁচ বছর তা হয়েছে, এবং মোদির দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম বাজেটেও, এহেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও, দেখলাম---প্রধানমন্ত্রী কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি। তথাকথিত বিগ টিকিট রিফর্ম করা হলে শেয়ার বাজারে তার প্রভাব অন্যরকম। কিন্তু শেয়ার বাজারের ধাক্কা মেনে নিয়েও মোদি কিন্তু তাঁর পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার অভিমুখ বদলাতে রাজি হননি। নির্মলা সীতারাম যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে সংস্কারের প্রশ্নে বেসরকারীকরণের প্রশ্নে, অনেক নিঃশব্দ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু বাজেটের রাজনৈতিক বার্তাটি সুস্পষ্ট। সেটি হল মোদি সরকার 'স্যুট-বুটের সরকার' নয়। এই বাজেট আমজনতার বাজেট। দারিদ্র ও সামাজিক অসাম্য দূর করার বাজেট। আগামী দশ বছরের এক পথনির্দেশিকাও, যেখানে ভারতের গ্রামীণ উন্নয়নকেত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২০১৯-'২০ সালের এই বাজেটের দিনে অনুপস্থিত অরুণ জেটলি। কিন্তু ওঁর একটা কথাখুব মনে পড়ছে। অরুণ বলেছিলেন, 'সংবাদপত্রে বিগ টিকিট রিফর্মের নামে চরমপন্থী সংস্কারের পক্ষে সম্পাদকীয় লেখা সহজ, কিন্তু ভারতেরমতো এহেন বিশাল জনসংখ্যার দেশে, এত বিভিন্নতা ও বৈচিত্রের মধ্যে মধ্যপন্থায় এগতে হয়'। এই মঝ্ঝিম পথটাই এখন মনে হয় ভারতের মিশ্র অর্থনীতির মডেল। এবারও বাজেটে তাই ৪৫ লাখ টাকা পর্যন্ত সীমায় বাড়ি কিনলে শতকরা ৩.৫ ভাগ পর্যন্ত সুদে ছাড় দিয়ে বাজারকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ধনীদের উপর কর চাপিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। ২০২৪ সালের মধ্যে প্রত্যন্ত প্রত্যেক ভারতীয়ের ঘরে জল পৌঁছনোর দায়বদ্ধতা ব্যক্ত করা হয়েছে।

আবার, এত বিপুল জয়ের পরও মোদি তাঁর বাজেটে 'দাতাকর্ণ হতে চাননি। চতুরতার সঙ্গে ভরতুকি নির্ভরতা কমাতে চেয়েছেন। সরকার ও বেসরকারি সংস্থা যৌথ উদ্যোগ---যাকে আমরা এককথায় বলি 'পিপিপি মডেল', প্রাইভেটও পাবলিক জয়েন্ট সেক্টর---সেই সাবেকি পদ্ধতিকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। তেল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে। আবার পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও বিপুল বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে। 'উন্নয়ন' এবং 'ঘাটতিমোচন' যে সরকারের অগ্রাধিকার, তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আসলে বাজেট নিয়ে আমরা, সাধারণ মানুষ আজও এক ঔপনিবেশিক রহস্যমতায় আক্রান্ত হই। আজও বাজেট 'রাজনীতির অস্ত্র' হিসাবে ব্যবহার হয়। কিন্তু সত্যিকার বলতে, বাজেটটা কী? বাজেট তো মূলত সরকারের আয়-ব্যায়ের এক বার্ষিক হিসাব। স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টি। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় বাজেটকে কার্যত সরকারের এক রাজনৈতিক ও আর্থিক ইস্তাহার হিসাবেই আমরা ভারতে শিখেছি। বাজেটে কী ঘোষণা হবে, অরা কী হবে না তা নিয়ে কিছুদিন আগেও যে রহস্যময়তা ছিল, আজ তা নেই। আগে তো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য মেনে বাজেট ভারতের লোকসভায় পেশ হত লন্ডনের সময়ের হিসাব করে। বাজপেয়ী জমানায় সে প্রথা উঠে গিয়েছে। বাজেটের রহস্যমতাও ক্রমশ কমছে। সারা বছর ধরেই ক্যাবিনেট বৈঠক করে সরকার এখন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সব সিদ্ধান্ত বাজেটেই গ্রহণ করতে হবে, তার কোনও মানে নেই। এক সময় যখন দিল্লিতে লাইসেন্স পারমিট রাজ ছিল, তখন তো বাজেটের গোপনীয়তার বিষয়টি ছিল আরও সংবেদনশীল। কারণ এসে যাচ্ছে। আর অতীতের সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বহুক্ষেত্রে গোপনীয়তার প্রয়োজনীয়তাও কমে গিয়েছে। আগে তো 'রেল বাজেট'-ও আলাদা হত। সেই প্রথা এখন বন্ধ হয় রেলের জন্যও আলাদা কোনও বাজেট হয় না। তবে আজও বাজেট সরকারের আর্থিক দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ নথি। আর্থিক সমীক্ষায় অর্থমন্ত্রক বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি জানায়। ভারতকে ৫ লাখ কোটি ডলারের এক 'পাওয়ার হাইস' বানানোর কথা বলছে সমীক্ষা, প্রতিধ্বনি করেছেন অর্থমন্ত্রী এবং নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। একটা কথা মানতেই হবে, এবারের বাজেটে কিন্তু মোদি সরকার কীভাবে পাঁচ বছর কাজ করতে চাইছে, তার বহু খুঁটিনাটি মেকানিজম তৈরি করা হয়েছে। এবারের বাজেটটির নির্মাতা কার্যত প্রধানমন্ত্রীর সচিবালায়ই। নির্মলা যখন বাজেট পড়ছিলেন, তখন মোদি বারবার টেবিল চাপড়ে তাঁকে উৎসাহ জুগিয়ে গিয়েছেন। বাজেটে মোদির মূল চেষ্টা হল এক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস। তিনি এবার ভোটেও শৌচালয় নির্মাণ, সস্তায় আবাসন ব্যবস্থা, কৃষকদের ঋণ দেওয়া, ঘরে ঘরে গ্যাসের ব্যবস্থা---এসব প্রকল্পের সুফল পেয়েছেন বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। যে কারণে ভোটের পর আমলাদের বৈঠকে তিনি নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তাঁদেরও তাপিফ করেছেন। কারণ মোদি মনে করেছেন, এসব প্রকল্পের সুফল পেলে সেই মানুষরা তাঁকে ভোটও দেন। মোদি সম্প্রতি ঘনিষ্ট মহলে বলেছেন, এসব প্রকল্পের জন্য অখিলেশ ও মায়ামতীর মহাগঠবন্ধনের জাত পাতের রাজনীতিও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। মোদি ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন। এখন থেকেই এই সামাজিক প্রকল্পগুলোর কাজ রাজ্যে রাজ্যে আরও বেশি করে করতে হবে, তাহলে পাঁচ বছর পর বিজেপি জাতপাতের ভোট রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিতে পারবে।

দেখুন, মোদির এই ভাবনার সঙ্গে আপনি একমত হতে পারেন, বা না-ও হতে পারেন---কিন্তু এবারমোদি নিজে প্রতিদিন বাজেট প্রস্তুতির বৈঠক করেন। এই বাজেটের মাধ্যমে তাই ভারতীয় মানুষের আশা, বিশ্বাস এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী স্লোগান মোদি তুলে ধরেছেন। অটোমোবাইল ক্ষেত্রের ব্যবসাকে চাঙ্গা করতে চেয়েছেন, রিয়াল এস্টেটের দীর্ঘ হতাশা কাটানোর চেষ্টা করেছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের লোকসান ঘোচাতে জমি বিক্রির প্রস্তাব রেখেছেন। 'ভারতমালা' নামে জাতীয় সড়ক নির্মাণের কর্মসূচির নতুন অধ্যায় চালু করতে চাইছেন। আবার বেটেলের ক্ষেত্রে সিঙ্গল ব্র্যান্ডের ইউনডো খুলে দেশের বিনিয়োগ বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে মোদি সরকার। সন্দেহ নেই, যে আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে দেশ চলেছে, তা থেকে দেশের অর্থনীতিকে শাপমুক্ত করার আন্তরিক চেষ্টা করেছে সরকার।

দিল মাঙ্গে মোর। এ তো আমাদের সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি। কিন্তু এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধে বাজেটে চমক বা নাটকীয়তা না থাকলেও সমস্যা সমাধানের একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে সেন্ট্রাল হলে নির্বাচিত হয়েই এবার প্রথম দিনে বলেছিলেন, দারিদ্রর কথা বলাটা আমাদের দেশে কিছু লোক ফ্যাশনে পরিণত করেছে। 'গরিবি হঠাও' স্লোগানও উঠেছিল। কিন্তু দারিদ্র এদেশে আজও দূর হয়নি। তাই স্লোগান দিয়ে নয়, বাস্তবায়নের পথে হেঁটে দারিদ্র ও সামাজিক অসাম্য দূর করতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর।

এবার বাজেটেও মোদি বুদ্ধিয়ে দিলেন অ্যাডাম স্মিথের খোলা বাজারের পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাসের তত্ত্বতালাস যা-ই হোক, বিজেপিকেও গরিব মানুষের জন্য জনকল্যাণমুখী অর্থনীতির পথেই হাঁটতে হবে। তাতে মোদিকে 'সমাজতন্ত্রী' বলেও কেউ যদি আখ্যা দিয়ে বসেন, মোদি অসন্তুষ্ট হবেন না।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্কট বেড়েই চলেছে

অনুভব বেরা

সদ্য ভারতের নীতি আয়োগ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে ২১ টি ভারতীয় শহরে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে। যার মধ্যে রয়েছে, রাজধানী দিল্লি, বেঙ্গলুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদের মতো শহর। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন অন্ত দশ কোটি মানুষ। ২০৩০-এ দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ভারতের ভূগর্ভস্থ জলের সংকট যে ঘনিয়ে আসছে তা বেশ কয়েকবছর আগি সমীক্ষা ও গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল। ভারতের পঞ্চম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের শুমানি রিপোর্ট ২০১৭-র নভেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের উপরের জলে ঘাটতি তাই মানুষ মাটির নীচের জলকে যথেচ্ছভাবে তুলে ফেলছে। নাসার উপগ্রহ চিএত্রর ছবি থেকে ভারতের জলাধারগুলির জলে হু হু করে কমার ইঙ্গিত মেলে। তাতে আমরা সচেতন হইনি। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। নদীমাত্রিকও বটে। কৃষিকাজে ও দৈননিদন জীবনে আমরা মাটির নীচের জলকেই ব্যবহার করছি। বেশকিছু রাজ্যের নদীর জলে সেচ ব্যবস্থা থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া ভারতের প্রধান নদীগুলির জল কমে আসছে। এমতাবস্থায় মাটিরজল ছাড়া উপায় কোথায়? গত দল বছরে ভূগর্ভের জলের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনই চলছে জলের অপচয় ও 'জুলের লুঠ'। ভারতের জলসম্পদ কমিশনের মতে ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের লোকসংখ্যা ১৭৫ কোটি হবে।তার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং ৬ কোটি হেক্টরের পরিবর্তে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে এই বিপুল জলেরচাহিদা মেটাতে চায়ের ক্ষত্রে বিকল্প ভাবনা আনতে হবে। সবার আগে সেচ ব্যবস্থার 'মুক্ত বন্যা পদ্ধতি' (সারা জমিতে টইটম্বুর জল ভরে চাষ) বন্ধ করে 'প্রতি বিন্দু জলপিছু ফসল ও আয় নীতি' ধারণা বাধ্যতামূলক চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ইজরায়েলের দুটি সমবায় পদ্ধতি 'কিবুৎজ' ও 'মসহ্যাভ' উপায় হল কৃষিজমিতে জলের স্বপ্ন ব্যবহার ও গ্রিনহাউস কৃ-কৌশলের সংবলিত রূপ। যেখানে কম জলে স্থানীয়ভাবে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা যায়। একে মূল্যযুক্ত ফসল বলা হচ্ছে।

চেন্নাইযেরএম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাইন্ডেশনের মতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হার বজায় রেখেও জনসম্পদ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সেই সঙ্গে পরিবেশও জৈব বৈচিত্র্য ধরে রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া ভারতে 'রেন ওয়াটার হারভেস্টিং' এবং কম জলের ফসলের ভ্যারাইটির চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ভারতে বেহিসেবিভাবে জল তুলছে শহর, মফস্বল গ্রামের মানুষ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে বেসরকারি জল সরবরাহকারী সংস্থা। ১৯৯৪ সাল থেকে জল নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ভারতের মাটি থেকে জল তুলে মুনাফা লুঠছে। রেডিয়াম ওয়াটার লিমিটেড। ২০০০ সাল নাগাদ ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলার বেরাই শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০০ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করে থাকে। ২০০৪ সালে কাকাকোলা কোম্পানি সারা বিশ্বে ২৮৩ বিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ হয়েছে। ইন্ডিয়া রিসোর্স সেন্টারের মতে, ভারত থেকে যে পরিমাণ জল তুলেছে, সেই জল দিয়ে ওড়িশা কিংবা রাজস্থানের সমগ্র জেলারএক বছরের জলের প্রয়োজন মিটে যেতে পারত।

অন্যদিকে ভারতের ৩১১৯টি ছোটবড় শহরের উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি নিগড়ে নিচ্ছে মাটির তলার জল। অথচ মাটির তলার জলের রিচার্জ হচ্ছে না। বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে আসছে। এর সবচেয়ে প্রাচীন চার হাজার বছরের পুরনো নিদর্শন রয়েছে প্যালেস্টাইন ও গ্রিসে। ভারতে বৃষ্টির জল সঞ্চায়ের ইতিহাসও খুব প্রাচীন। সারা দেশজুড়ে নানা কৌশলে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবহার হয়ে আসছে। যেসব সাবেকি পদ্ধতিগুলির কিছু অকেজো, অবহেলিত হলেও কিছু এখনও কার্যকরী। সে সকল নলের ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি দুশো বছরের পুরনো। মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে বাঁশের নালি দিয়ে চালের জল সংগ্রহে কৌশল তাদের একেবারেই নিজস্ব।

ডোবা, পুকুর, দিঘি, বিল, ঝিল, ইত্যাদি ছোটবড় জলাশয়গুলি জল সঞ্চয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সহ যে সব জায়গায় সহজে নলকূপের পাওয়া যায় সেখানে পুকুর দিঘি ইত্যাদি বেলেমাটির পুকুরে জলধরে রাখার জন্য এখন পুকুরের ভিতর দিক বাঁধানা, পলিথিনের আস্তারণ দেওয়া, কাদামটি যোগ করে পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো নানা রকম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে।

বাড়ির ছাদ বা চালের জল সঞ্চায়ের ক্ষেত্রে কিছুটা জল গৃহস্থালির কাজেরজন্য পলিথিনের ট্যাঙ্ক বা পাকা চৌবাচ্চায় জমা করা যায়, বাকি জল ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডারে নানা উপায়ে যোগ করা যায়। সরাসরি ব্যবহারেরজল এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ করার জল উভয় ক্ষেত্রেই জল পরিশ্রুতি করা প্রয়োজন। পরিশ্রুতি করলে জল স্বচ্ছ হয় ও জীবাণু মুক্ত হয়। এরজন্য নানারকম ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে বালি-কাঁকর ফিল্টার (স্যান্ড গ্র্যাভেল ফিল্টার) এবং কাঠকয়লা ফিল্টার (চারকোল ফিল্টার) বেশি প্রচলিত। এই সকলপিল্টার বাড়িতেও বানানো যায়। বালির কাঁকর ফিল্টার তৈরির জন্য ৭৫/৭৫ সেন্টিমিটার আয়াতনের ১ মিটার গভীর চৌবাচ্চা করা হয়। যার ওফরের কিছুটা ছেড়ে জল ঢোকার এবং নীচে জল বের বহার নল থাকার ব্যবস্থা থাকে। চৌবাচ্চার জল ঢোকার পথের একটু নীচ তেকে তলা পর্যন্ত তিনটি স্তরে জল প্ররিশ্রুতি করার উপাদান থাকে। ওপরের ৪০ সেন্টিমিটার বালির স্তর, তারপর ২০ সেমি কাঁকর এবং একেবারে নীতে ২০ সেমি নুড়ি বা নুড়ি পাথর থাকে। প্রতিটি স্তর তারজালি দিয়েয়ে আলাদা করা থাকে। কাঠকয়লার ফিল্টারের ক্ষেত্রে বালিস্তর ও কাঁকর স্তরের মাঝখানে ছোট আকারের কাঠকয়লা থাকে। তবে ফিল্টারগুলো নানা আকারের হতে পারে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশে ভারী বর্ষণে ভূমি ধসের শঙ্কা: পাহাড়ে মাইকিং, আশ্রয়কেন্দ্র চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৬।। ভারী বর্ষণে ভূমি ধসের শঙ্কায় পাহাড়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত লোকজনকে সরে যেতে মাইকিং করছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন। 'মৃত্যুঝুঁকি' নিয়ে বাস করা এসব লোকজনের জন্য নগরের বিভিন্ন এলাকায় চালু করা হয়েছে ৮টি আশ্রয়কেন্দ্র। প্রস্তুত রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রীও।

শনিবার (৬ জুলাই) সকাল থেকে নগরের সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন পাহাড়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত লোকজনকে সরে যেতে মাইকিং কার্যক্রম শুরু হয়। এসব লোকজনকে সরিয়ে নিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন পাহাড়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন পাহাড়গুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরিয়ে নেওয়া লোকজনকে যাতে অসুবিধায় পড়তে না হয়, এ জন্য আকবর শাহ এলাকায় পাহাড়তলি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফয়'স লেক এলাকার ফিরোজ শাহ ই-ব্লক স্কুল, পলিটেকনিক কলেজ এলাকায় চট্টগ্রাম মডেল হাই স্কুল, জালালাবাদ হাউজিং এলাকায় জালালাবাদ বাজার সংলগ্ন শেড, ট্যাংকির পাহাড় এলাকায় আল হেরা ইসলামিয়া মাদ্রাসা, মিয়ার পাহাড় এলাকায় রৌফাবাদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝর্ণা পাহাড় এলাকায় লালখান বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পোড়া কলোনি এলাকায় ছৈয়দাবাদ স্কুলকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

নগরের ৬টি সার্কেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত ৬ জন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তার সমন্বয়ে এসব আশ্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে আশ্রয় নিতে আসা লোকজনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানির মজুদ রাখা হয়েছে।আশ্রয়কেন্দ্র তদারক করছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) তৌহিদুল ইসলাম।

পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, ভারী বর্ষণে পাহাড় ধসের শঙ্কা থাকায় লোকজনকে সরিয়ে নিতে সকাল থেকেই বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে জেলা প্রশাসন।

লোকজনকে সরে যেতে মাইকিং করার পাশাপাশি তারা যাতে আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে এ জন্য ৮টি আশ্রয়কেন্দ্র চালু এবং পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী প্রস্তুত রাখা হয়েছে।তিনি বলেন, কোনো লোক ঝুকিঁপূর্ণভাবে পাহাড়ে বাস করতে পারবে না। তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্র অথবা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় চলে আসতে হবে। রাতে কেউ যাতে পাহাড়ে থাকতে না পারে- এ জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পাহাড়ের মালিক বা তদারকি সংস্থাকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি। প্রয়োজনে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটরা সেখানে অভিযান পরিচালনা করবেন। যেকোনো মূল্যে প্রাণহানী ঠেকাতে চাই আমরা।রৌফাবাদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন লোকজন।

এদিকে, পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শনিবার (৬ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৮৩ দশমিক ৬ মিলিমিটার বৃষ্টির রেকর্ড হয়েছে চট্টগ্রামে। আগামী ২৪ ঘণ্টা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভারী বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ও ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ জন্য চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।শুক্রবার রাত থেকে থেমে থেমে ভারী বর্ষণের কারণে নগরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। পানির নিচে তলিয়ে যায় আগ্রাবাদ সিডিএ আবাসিক এলাকাসহ বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল। এতে দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী।

ক্ষমতাসীনরা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে : অভিযোগ বিএনপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৬।। ক্ষমতাসীনরা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শনিবার সকালে ঢাকায় এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে তিনি বলেন, "সারাদেশে আজকে তারা (ক্ষমতাসীন) একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা চরমভাবে ভেঙে পড়েছে। আপনারা দেখছেন, দিনে-দুপুরে মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।কয়েকদিন আগে পত্রিকায় বেরিয়েছে প্রতি ঘণ্টায় ১২ জন লোক মারা যাচ্ছে, নিহত হচ্ছে। হয় সড়ক দুর্ঘটনায় অথবা হত্যা করার মধ্য দিয়ে। দেশে ধর্ষণ বেড়েছে, ডাকাতি বেড়েছে, লুটপাট বেড়েছে। মানুষের জীবনের এখন আর কোনো নিরাপত্তা নেই।

বিএনপি মহাসচিব বলেন,আজকে সারাদেশ একটা কারাগারে পরিণত হয়েছে। এখানে একটি বিচার বিভাগ আছে, এ বিচার বিভাগের কাছে আমরা কোনো বিচার পাই না। এই বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগের অবৈধ সরকারের করায়ত্ত।

আপনারা দেখেছেন, পাবনাকে কয়েকদিন আগে ১৯৯৪ সালে একটি ট্রেনে হামলার বিষয় নিয়ে যে রায় হয়েছে- এটা আমার মনে হয় না যে, কোনো সভ্য সমাজে, আইনের শাসনের দেশে এই ধরনের একটা ন্যক্কারজনক রায় হতে পারে।

তিনি বলেন, আজকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে গেছে। উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। মেগা প্রজেক্ট, মেগা দুর্নীতি। আজকে পত্র-পত্রিকা খুলে দেখবেন, ব্যাংকগুলো থেকে কীভাবে টাকা চলে যাচ্ছে।গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করার একমাত্র কারণ হচ্ছে তারা এলএনজি আমদানি করতে চায়। এই এলএনজি আমদানি করে সেখানে যে ভর্তুকি দেবে, সেই টাকা জনগণের পকেট থেকে নিতে চায়।এ নিয়ে বাম দলগুলোর রোববারের হরতালে সমর্থন দেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন,কারণ এটা জনগণের দাবি, জনগণের দাবিকে অবশ্যই আমরা সবসময় সমর্থন করব।

খালেদা জিয়ার মুক্তির প্রসঙ্গ টেনে ফখরুল বলেন,দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে আটক রেখে এই সরকার এটা প্রমাণ করেছে তারা গণতন্ত্রকে আটক রাখতে চায়। কারণ দেশনেত্রী গণতন্ত্রের প্রতীক। যে নেত্রী তার রাজনৈতিক জীবনের পুরোটাই গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাকে তারা অন্যায়ভাবে তাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে।ঠিক একই ধরনের মামলা আপনাদের নেতা-নেত্রী, আপনাদের অনুসারী, তাদেরকে জামিন দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের দেশনেত্রীকে আপনারা জামিন দিচ্ছেন না। এটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি।আওয়ামী লীগ দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণে বিএনপির উদ্যোগে দলের চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া ও দক্ষিণের সভাপতি হাবিব উন নবী খান সোহেলের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ফখরুল।মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশারের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ, মহানগর দক্ষিণের সহসভাপতি শামসুল হুদা, নবী উল্লাহ নবী, মোশাররফ হোসেন খোকন, মীর হোসেন মীরু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশীদ হাবিব বক্তব্য রাখেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে জামিন না দেয়া সম্পূর্ণ বেআইনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, জুলাই ০৬।। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে জামিন না দেয়া সম্পূর্ণ বেআইনি ও অবৈধ বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন,সব রাজনৈতিক দল ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা গণজোয়ারের মধ্যে দিয়ে এই সরকারকে পরাজিত ও অপসারণ করতে হবে।

তিনি বলেন,আমরা তার মুক্তি চাচ্ছি, কারণ এটা মিথ্যা ও সাজানো মামলা। এই ধরনের মামলায় তাদের নেতা ও অনুসারীরা জামিনে রয়েছেন। কিন্তু আমাদের নেত্রীকে জামিন দিচ্ছে না,যা সম্পূর্ণ বেআইনি ও অবৈধ।

শনিবার (৬ জুলাই) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন। খালেদা জিয়াসহ সব নেতাদের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মির্জা ফখরুল বলেন,আমরা বলতে চাই, আইনগতভাবে খালেদা জিয়ার যে পাওনা, সেই জামিন চাই। তার মুক্তি আজকে গণদাবি, সবাই তার মুক্তি চায়।তিনি আরও বলেন,সব রাজনৈতিক দল ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা গণজোয়ারের মধ্যে দিয়ে এই সরকারকে পরাজিত ও অপসারণ করতে হবে।বর্তমান সরকার ভয়াবহ অভিহিত করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, যারা মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তাদের সরাতে হলে জনগণের ঐক্যের কোনও বিকল্প নেই। সেই ঐক্য আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে।

আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশারের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম আজাদ, শামসুল হক, হাবিবুর রশিদ হাবিব প্রমুখ।

ভারতীয় সেনা প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৬।। ভারত ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যকার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অংশ হিসেবে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৫ তরুণ দম্পতি শনিবার ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। প্রতিনিধিদলটি ৬-১২ জুলাই বাংলাদেশ সফর করবেন। এই সফরটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্য পর্যায়ের ১৫ জন কর্মকর্তা তাদের স্ত্রী/স্বামীসহ

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে পাহাড় কেটে নতুন করে রোহিঙ্গা ক্যাম্প বানাচ্ছে এনজিও, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৬।। মিয়ানমারে বিচ্ছিন্ন রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সরকার যেখানে চেষ্টা করছে, সেখানে উখিয়ায় পাহাড় কেটে নতুন করে রোহিঙ্গা ক্যাম্প তৈরি করছে 'এনজিওগুলো'। এতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, উখিয়ার থাইংখালীতে নতুন করে রোহিঙ্গা ক্যাম্প তৈরিতে করতে গিয়ে বিশাল বনভূমি উজাড় করা হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও থাইংখালী উপজেলার লম্ভাখালীর বনভূমির বিশাল এলাকা জুড়ে নতুন রোহিঙ্গা ক্যাম্প গড়ে তোলা হচ্ছে। অস্থায়ী ঘর নির্মাণের কারণে বিশাল আকৃতির বুলডোজার দিয়ে ওই এলাকার অনেক গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এম. গফুর উদ্দিন চৌধুরী জানান,কতিপয় এনজিও সংস্থা নিজেদের আখের গোছাতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে যেমন বাধা হচ্ছে, তেমনি রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে যেতে অনাগ্রহ তৈরিতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে।

তাদের মূল উদ্দেশ্য রোহিঙ্গারা যেন মিয়ানমারে ফিরে না যায়। সাথে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশেও উৎসাহিত করছে তারা।

আর রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে এসব এনজিওগুলো দীর্ঘ সময় দাতা সংস্থার অর্থ লুটপাট অব্যাহত রাখতে লম্ভাখালী এলাকায় নতুন করে ক্যাম্প নির্মাণের চেষ্টা চালাচ্ছে। এতে স্থানীয়দের নিয়ে বাধা দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এ ব্যাপারে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. কামাল হোসেন জানান, প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন পাহাড় কেটে নতুন করে আর রোহিঙ্গা ক্যাম্প করা যাবে না। এ অবস্থায় গোপনে পাহাড় কেটে নতুন করে রোহিঙ্গা ক্যাম্প নির্মাণের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। এ সময় তিনি নতুন করে গড়ে উঠা এসব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হবে বলে জানান।

লম্ভাখালী এলাকার আবুল আজম জানান, এনজিও সংস্থা একতা ও মুসলিম হ্যান্ডস প্রভাব বিস্তার করে স্থানীয়দের শতাধিক পরিবারে যুগ যুগ ধরে ভোগ দখলীয় ফলজ, বনজ বাগান উচ্ছেদ করে সেখানে রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন করে ক্যাম্প নির্মাণ করছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৪ শতাধিক ঘর নির্মাণসহ রাতের বেলায় আলোর জন্য সৌর বাতি স্থাপন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে ক্যাম্প ইনচার্জ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু ওয়াহাব রাশেদ জানান, ক্যাম্পে যাতায়াত সুবিধার উন্নয়নের জন্য এডিবি সড়ক নির্মাণ করলে অসংখ্য বাড়িঘর সরিয়ে নিতে হবে। আর তাই তাদের পুনর্বাসনের জন্য নতুন করে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের ভোগদখলীয় বাগানের ব্যাপারে ক্যাম্প ইনচার্জ দাবি করেন, সেখানে আগে কোনো প্রকার স্থাপনা বা বাগানের অস্তিত্ব ছিল না। পরিত্যক্ত বনভূমি পেয়েই এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।এর আগে গত এপ্রিল মাসে আরও রোহিঙ্গা ক্যাম্প স্থাপনের জন্য উখিয়ায় নতুন করে পাহাড় কাটা শুরু করেছিল এনজিও সংস্থা ব্র্যাক। পালংখালী ইউনিয়নের চৌখালী নামক পাহাড়ি এলাকার আগের বাগানটি ধ্বংস করে রোহিঙ্গা শিবির স্থাপনের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়।

স্থানীয়রা জানায়, নতুন করে রোহিঙ্গা শিবির স্থাপনের জন্য এনজিও সংস্থা ব্র্যাক ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সেখানে বুলডোজার দিয়ে বনভূমির পাহাড় কেটে মাঠ ও চলাচলের রাস্তা তৈরির কাজ চালিয়েছিলো।

তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে নতুন রোহিঙ্গা ক্যাম্প স্থাপন বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এখন আবারও বনভূমি উজাড় করে রোহিঙ্গা ক্যাম্প করায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। পালংখালী গ্রামের মো. বেদার বলেন, বর্তমানে উখিয়া-টেকনাফে নতুন-পুরাতন মিলে ১২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বসবাস করছে। এসব রোহিঙ্গাদের জায়গা দিতে বন প্রায় বিলুপ্তির পথে রয়েছে। তার পরও রোহিঙ্গাদের জন্য জমি দেয়ার কাজ শেষ হচ্ছে না।

এলাকাবাসীর দাবি, রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্যোগে সবাইকে এক যোগে কাজ করার উপযুক্ত সময়। আর এ সময়ে নতুন করে আরও শিবির স্থাপনের কাজটি নিয়ে এলাকাবাসীকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

তাদের মনে সন্দেহ জেগেছে, মিয়ানমারের রাখাইন থেকে নতুন করে রোহিঙ্গা এনে আশ্রয় দিতেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কৌশলে নতুন করে শিবির স্থাপন করছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মিয়ানমার থেকে আরও রোহিঙ্গা নিয়ে আসার আগাম প্রস্তুতি হিসেবে কিছু এনজিও এবং আইএনজিও লম্ভাখালীতে ক্যাম্প তৈরি করেছে। আর রোহিঙ্গারা যদি এদেশ থেকে চলে যায় তাহলে প্রতিষ্ঠানগুলোর আর কোনো কাজ থাকবে না।

কক্সবাজার শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মো. আবুল কালাম বলেন,রোহিঙ্গারা প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু বর্ষার সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে রোহিঙ্গাদের সরিয়ে নিতে নতুন ঘরগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাতায়াত পথ উন্নত করতে এডিবি ও ওয়ার্ল ব্যাংক উন্নয়ন কাজ শুরু করলে কিছু রোহিঙ্গার বাসা সরানোর প্রয়োজন পড়বে।দেশে নতুন করে আর কোনো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই, যোগ করেন তিনি।

বাংলাদেশে দুই মাসে বজ্রপাতে ১২৬ মৃত্যু,আহত ৫৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৬।। এ বছরের মে এবং জুন মাসে বজ্রপাতে সারাদেশে ১২৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে, আহত হয়েছেন ৫৩ জন।'সেইভ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্টর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরাম'র এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছর মে এবং জুন মাসে বজ্রপাতের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ২১ জন নারী, ৭ জন শিশু ও ৯৮ জন পুরুষ। এর মধ্যে মে মাসে নিহত হয়েছে ৬০ জন এবং জুন মাসে ৬৬ জন।মে মাসে নারী ৯ জন, শিশু ৩ জন ও পুরুষ ৪৮ জন নিহত হন। জুন মাসে নারী ১২ জন, শিশু ৪ জন এবং পুরুষ ৫০ জন নিহত হন।

সেইভ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্টর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরামের গবেষণা সেলের প্রধান আব্দুল আলীম জানান, ১০টি জাতীয় এবং আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকা, কয়েকটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও টেলিভিশনের স্ক্রল থেকে বজ্রপাতে হতাহতের সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটেছে কিশোরগঞ্জ জেলায়। এ জেলায় গত দুই মাসে বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন ১৬ জন।বজ্রপাতে নিহতদের মধ্যে হবিগঞ্জে ৩ জন, রাজশাহীতে ১০ জন, চাপাইনবাবগঞ্জে ৯ জন, পাবনায় ৬ জন, দিনাজপুরে ৭ জন, নীলফামারীতে ৪ জন, জামালপুরে ৪ জন, শেরপুরে ৪ জন, নওগাঁয় ৬ জন, সিরাজগঞ্জে ৫ জন, নারায়ণগঞ্জে ৬ জন, মৌলভীবাজারে ৩ জন, খুলনায় ৪ জন, সাতক্ষীরায় ১১ জন ও টাঙ্গাইলের ৪ জন।

সেইভ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্টর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরাম বলছে, ধান কাটার সময় বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি নিহতের ঘটনা ঘটেছে। এর পর বেশি নিহত হয়েছে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় মাছ ধরতে গিয়ে।

এছাড়া পর্যায়ক্রমে মাঠে গরু আনতে গিয়ে এবং টিন ও খড়ের ঘরে অবস্থান ও ঘুমোনোর সময় বজ্রাঘাতে বেশি মানুষ মারা গেছে। একই সঙ্গে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় অজ্ঞতাবশত লম্বা গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়ার সময় গাছে বজ্রপাত হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

আবহাওয়ার পরিবর্তন, লম্বা গাছের সংখ্যা কমে যাওয়া, মেঘে মেঘে ঘর্ষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, যত্রতত্র মোবাইল ফোনের টাওয়ার বসানো এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণেই বজ্রপাত অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে বলে মনে করেন এই দলের গবেষকরা।

বেরসিক পুলিশ : বাংলাদেশে এক ব্যক্তির পেট থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট বের করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৬।। পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় এক ব্যক্তির পেট থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট বের করেছে পুলিশ শনিবার ভান্ডারিয়া বাসস্টান্ড সংলগ্ন সরদার পাড়া থেকে লিটন কুমার মালী (২৮) নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয় বলে জানান ভান্ডারিয়া থানার ওসি এস এম মাকসুদুর রহমান।

লিটন ভান্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ল্যাব সহকারী এবং ভান্ডারিয়া পৌর এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দীপক কুমার মালীর ছেলে।ভান্ডারিয়া থানার এ এস আই মো. ফেরদৌস জানান, লিটন মালী পার্শবর্তী রাজাপুর উপজেলা থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট কিনে ভান্ডারিয়ার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সরদার পাড়া সড়ক এলাকায় অবস্থানকালে পুলিশ অভিযান চালায়।ওসি বলেন, এ সময় লিটন মোটরসাইকেলে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে আটক করে। এ সময় লিটন সঙ্গে থাকা পলিথিনে মোরানো ইয়াবা ট্যাবলেট গিলে ফেলেন।পরে তার পেটে ওয়াশ করে সাতটি ইয়াবা ট্যাবলেট বের করা হয়। একটি ট্যাবলেট গলে গেছে।

ভান্ডারিয়া থানার ওসি এস এম মাকসুদুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় ভান্ডারিয়া থানায় গ্রেপ্তার লিটনের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

করিমগঞ্জের আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবাধে চলছে গবাদি পশু পাচার, ঠুঁটো বিএসএফ

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা গবাদি পশুর পাচারের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বিএসএফ-এর নজরদারি এড়িয়ে পাচারকার্য চলছে দিবানিশি। বিএসএফ-এর প্রত্যাক্ষ মদতেই সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে রাতের অন্ধকারে গরু চুরি ও পাচারকার্য সংগঠিত হচ্ছে। এ-সব গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অবাধে গরু ও মহিষ অহরহ পাচার হয়ে থাকলেও বিএসএফ সবকিছু জেনেশুনে না দেখার ভান করে থাকে। বিএসএফ এবং করিমগঞ্জ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় সীমান্ত এলাকার জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

শুক্রবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ সীমান্তবর্তী দুর্গানগর চা বাগানের কর্মী কেদার হরিজনের পাঁচটি গরু চুরি হয়ে গেছে। গরুগুলির বাজারমূল্যে দেড় লক্ষাধিক টাকা। কেদার হরিজন এ ব্যাপারে শনিবার নিলামবাজার থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইদানীংকালে বেশ কয়েকদিন থেকে করিমগঞ্জের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গরু মহিষ চুরির হিড়িক পড়েছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে চোরের দল প্রকাশ্যে দিবালোকেই হোক আর রাতের অন্ধকার, যে-কোনও সময় গৃহস্থের পালিত গবাদি পশু চুরি করে পাচারকারীর হাতে তুলে দেয়। প্রতি রাতে শত শত গরু মহিষ সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর প্রত্যশক্ষ মদতে কাঁটাতারের বেড়া কেটে অবাধে বাংলাদেশ পাচার হচ্ছে।গ্রামবাসীরা পাচারকারীদের পরিচয় বিএসএফের হাতে তুলে ধরলেও এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্য বস্থা নেওয়া হয় না, অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী অনেকে।

করিমগঞ্জের সীমান্তবর্তী লাতু, বালিদারা, তেশুয়া, মহিশাসন, ধুবড়ি, মদনপুর-সহ বেশ কয়েকটি এলাকা দিয়ে প্রতিদিন শত শত গবাদি পশু ওপারে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। জেলার দুই প্রান্তে সীমান্তের দায়িত্বে রয়েছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ০৭ নম্বর এবং ১৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়ন। সীমান্তের কোথাও রয়েছে নদী, কোথাও পাহাড়ি এলাকা, আবার কোথাও ঘন জঙ্গল, অনেক দিকে আবার কৃষিখেতের জমি। তবে পাহাড়ি এলাকা দিয়েই পাচারকারীরা তাদের অপারেশন চালায় বলে গ্রামবাসীরা জানান। ১৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ তেশুয়া, বারোপুঞ্জি, মদনপুর-সহ একাধিক এলাকা দিয়ে পাচারকারীরা দল বেঁধে তাদের কার্য সমাধা করে থাকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন সীমান্তবাসী পাচারের বর্ণনা দিয়ে জানান, কাঁটাতারের বেড়ায় জয়েন্টে থাকা অংশ কেটে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই কাটা অংশ দিয়ে পাচার সেরে ফের কালো তার দিয়ে পুনরায় জোড়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাঁটাতারের বেঁড়া। মুল্লাগঞ্জ, গান্ধাই, কালিগঞ্জ, পাথু, ফকিরাবাজার-সহ জেলার বিভিন্ন গবাদি পশুর বাজার থেকে গরু মহিষ ক্রয় করে পাচারকারীরা সীমান্ত এলাকায় নিয়ে গিয়ে একত্রিত করে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, পুলিশ ও জনগণের নজরদারি এড়াতে পাচারকারীরা ইদানীং ছোট ছোট ট্রাক ব্যবহার করছে।

ছয়ের পাতায়

শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল এয়ারপোর্টে অমিত শাহকে বরণ করে নেন। ছবি- পিআইবি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া নয়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনর পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান।

আপনার সমস্যা

অমার বয়স ২৭। ঢাকার সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করলাম এক বছর হলো।

২০০৯ সালের কথা, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে মনোজগত নামে একটি ম্যাগাজিন কিনে এনে পড়লাম এবং এতে থাকা একটি সমস্যার সঙ্গে আমি আমার একটু মিল খুঁজে পেলাম।' আমার খেয়াল আছে তখন আমি ভালো ছিলাম। সবার সঙ্গে হাসি খুশি দাওয়াত, পার্টি খেলাধুলা সব করতাম। শুধু সমস্যা ছিলো স্যারদের সঙ্গেকথা বলতে। পড়া বলতে গেলে হাত কাঁপতো বা ভয়ে ভুলে যেতাম।

ওই ম্যাগাজিনে কিছু ওষুধের বিবরণ ছিল, ট্রিপটিন, নেক্সিটাল, অ্যালজোলাম, সেট্রালাইন। এগুলো আমি মাঝে মাঝে খাওয়া শুরু করলাম, প্রথম প্রথম কোনো সমস্যা পাইনি। কিন্তু পরে দেখলাম ঘুম চলে গেছে, বিষন্নতা, চেহারা খারাপ হচ্ছে যাচ্ছে। আমি ধানমরিড মনোজগত সেন্টারে গেলাম। ডক্টর আমাকে অনেক ওষুধ দিলেন।

বি ৫০- ফোর্ট সেট্রা, ক্লোনাজিপাম, সেকলো এবং জিংকো বাইলুবা এগুলো খাওয়ার পর একটু ভালো থাকতাম কিন্তু ওজন কমে যেতো। পরে আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেই। তখন নিজ নিজে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম।

বর্তমান অবস্থা

আমি এখন কোনো ওষুধ খাই না। এখন সমস্যা হলো অমার মধ্যে ফোবিয়া কাজ করে। এগারোফোবিয়া ও হাইপারহাইড্রোসিস (মাথা ঘামাই) বিরাজমান। আবার রাতের বেলা বেলা হাসের ডিম খেলে ঘুম হয় না, ভোর ৫ টার দিকে জেগে যাই। আমি বাড়ির বাহিরে যাই না ঘামের ভয়ে। বিষন্নতা আমাকে সারাদিন ঘিরে রাখে। মনে আনন্দ কম থাকে। অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাই। অপরিচিত কারও সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাড়াহুড়ো ও দ্রুত কথা বলি। আর মাথা ভিজে ঘামে একাকার। মনের মধ্যে বল পাই না।

সমস্যা ১. যখন বাইরে যাই কিংবা বাড়িতে কাজ করি তখন মাথা ও বগল ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আর অপরিচিত মানুষের সামনে গেলে ঘাম বেশি হয়, খাওয়ার সময় ঘামে অস্বস্তি লাগে। ২. নার্ভাসনেস ও ঘামের ভয়ে বাজারে যাই না, মানুষকে এড়িয়ে চলি। অনেকদিন বাড়িতে থাকছি। আত্মহত্যার বিনদুমাত্র ভাব আসে না। বাড়িতে খুবই ভালো থাকি। কিন্তু কষ্ট দেয়। আম্মা আমাকে ভীতু বলে জানে। ভাবে আমার দ্বারা কিছু হবে না। কারণ আমাকে কোথাও যেতে বললে আমি না করে দেই। আর যদি যেতেই হবে তখন আমি হতাশ হই ও ঘামে মাথা ভিজে যায়।

এখন আমি কি করতে পারি? ঘাম ও এগারোফোবিয়া নিয়ে আমার জীবন শেষ।

আমাদের সমাধান

আপনার সমস্যাগুলি পড়লাম। বর্তমানে আপনি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে বলবো, দেরি না করে পরিবারের সহায়তায় আপনি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

তা না হলে আপনার এই সমস্যা চলতেই থাকবে এবং একজন কর্মদক্ষ মানুষ হয়েও আপনি কর্মক্ষম হিসেবে দিন পার করবেন। এখন যেমন করছেন, সেটা হয়তো চলতেই থাকবে। কিন্তু আপনি যদি সঠিক চিকিৎসা নেন, তবে অবশ্যই এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনি লিখেছেন, আপনি বর্তমানে ঘর থেকে প্রায় বেরই হন না। বের হতে ভয় লাগে, ঘামের ভয়ও আসে। কিন্তু আপনি যখন ঘরে থাকেন, তখন আপনার কোনো অসুবিধা হয় না। সেই সঙ্গে

পুত্র না কন্যা সন্তান চাই? নির্ধারণ করবে দম্পতি নিজেই!

ছেলে চাই না মেয়ে চাই সেটা নির্ধারিণের একচ্ছত্র অধিপতি সৃস্টিকর্তা। পৃথিবীর শেষ সময়ে এসেও মানুষ স্রষ্টার এ ইচ্ছাতে নিজের কোনোরকম মতামতও দিতে পারেনি।

তবে গর্ভস্থ সন্তান ছেএল কি মেয়ে তা আল্টাসোনিক শব্দ তরঙ্গে মাধ্যমে জেনে নিতে পেরেছে মাত্র। কিন্তু যদি মা বাবা নিজেরাই নির্ধাণ করে নেন যে তাদের পুত্র না কন্যা সন্তান চাই তাহলে বিষয়টা কেমন হবে? তেমনটাইদাবি করছেন একদল ব্রিটিশ গবেষক। একেবারে নিশ্চিত হবার তেমন কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে না পারলেও ব্রিটিশ গবেষকগণ একটি প্রাকৃতিক কৌশল বাতলে দিয়েছেন তাদের প্রতিবেদনে।

ভ্রুন বিজ্ঞান বলে, এক্স ক্রোমোাজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারাডিম্ব নিষিক্ত হবার কারণে সন্তান মেয়ে হয় আর ওয়াই ক্রোমোজোর কারণে ডিম্প নিষিক্ত হলে সন্তান ছেলে হয়। প্রতিবেদনটি মূলত এই বিষয়টাকেই সামনে রেখে স্বামী স্ত্রী শারীরিক মিলনের সময়ের ওপরে নির্ভর করেছে।'

বিজ্ঞানীরা

বলেন, মৃতদেহে ওভিউলেশন বা ডিম্পপাত প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে ও পিতৃদেহের স্পার্ম বা শুক্রাণু কীভাবে একে প্রভাবিত করে সেটাই ঠিক করে দিবে আগত সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে হবে।

সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের গবেষণালম ফলাফল হচ্ছে প্রতি মসে পাঁচ দিনের একটি সময়সীমায় মাতৃ দেহের ডিম্বাপাত ঘটে। এ ডিম্বপাতের তিন দিন আগে থেকে শুরু করে একদিন পর পর্যন্ত কার্যকরী থাকতে পারে। এভাবে জেনে নেয়া যেতে পারে নারীর গর্ভধারণের সম্ভাব্য সময়। এবার প্রয়োজন শুধু এ সময়ের মাতৃ দেহের এক্স ক্রোমোজোমটি পুরুষ দেহের ইয়াই দ্বারা নিষিদ্ধ হবে নাকি এক্স ক্রোমোজোম দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রণ করা।

বিজ্ঞান বলে, ইয়াই শুক্রাণু তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট, কিন্তু বেশ দ্রুতগামী। তারা খুব বেশিক্ষণ জীবিত থাকে না। এদিকে এক্স শুক্রাণু বেশ বড় এবং ধীরগতির, কিন্তু তারা ওয়াই এর তুলনায় দীর্ঘজীবি। এবার সন্তান হিসেবে ছেলে চাইলে ওয়াই যাতে খুব দ্রুত ডিম্বের কাছাকাছি যেতে পারে এর জন্য মাতৃ দেহের যেদিন ডিম্বপাত হচ্ছে সেদিনেই মিলিত হওয়াটা জরুরি। না হলে শুক্রানুটি আর তেমন কার্যকরী থাকবে না।

আবার দম্পত্তি যদি কন্যা সন্তান চান তবে ডিম্বপাতের দুই থেকে তিন দিন আগে মিলিত হতে হবে। এতেডিম্বপাত হবার আগেই সব ওয়াই শুক্রাণু মারা যাবে, ফলে সন্তান ছেলে হবার সম্ভাবনা কমে যাবে অনেকটাই।

বেঁচে থাকবে শুধু মাত্র এক্স শুক্রাণুগুলি। ফলে কন্যা সন্তান হবার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে। তবে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মতে, এটা শুধুই একটা চালাকি মাত্র। এটা কোনো আবিষ্কার নয়। তারা আরও বলেন, প্রতিবেদনটি কোনোভাবেই ইচ্ছাধীনভাবে কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্যে নয়। এটি একটি গবেষণালব্ধ তত্ব।

এই রকম ব্যথাকে ভুলেও অবহেলা করবে না!

আমাদের শরীরের নানা জায়গায় মাঝে মধ্যেই টুকটাক ব্যথা হয়। কখনও কম, কখনও বেশি এ সম ব্যথাকে আমরা অধিকাংশ সময়েই তেমন একটা গুরুত্ব দিতে চাই না। অথচ এ সব ব্যথাই হতে পারে অনেক বড় কোনও সমস্যার পাথমিক লক্ষণ যা ভবিষ্যতে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়তে পারে! তাই এ সব ব্যথাকে মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়। তাইজেনে নেয়া উচিত, কোন কোন ধরনের ব্যথাকে ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। জেনে নিন তেমন কিছু শারীরিক ব্যথা সম্পর্কে যেগুলো অবহেলা করা একেবারেই উচিত নয়।

আপনার দাঁত ব্যথার মাত্রা যদি এতোটাই

বৃদ্ধি পায় যে, মাঝ রাতে গভীর ঘুমেও দাঁত ব্যথার কারণে ভেঙে যায়, তাহলে আপনা দ্রুত দাঁতের ডাক্তার দেখনো উচিত। দাঁতের ছিদ্রেরমাধ্যমে ইনপেকশন মাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণে এই ধরনের দাঁত ব্যথা হতে পারে আপনার।

হঠাৎ করে যদি মাথায় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং মাথার ব্যথায় দৃষ্টিশক্তি ঘোলাতে হতে শুরুকরে, তাহলে বিষয়টিকে অবহেলা করা একেবারেই উচিত হবে না। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, কোন আঘাত, টিউমার ইত্যাদির কারণে মাথায় এ ধরনের অস্বাভাবিক ব্যথা হতে পারে। তাই এই পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

বাঙালি মঙ্গলগ্রহেও বাঙালিই

১৯৯৬ সালে প্রথম বঙ্গ সম্মেলনে গিয়েছিলেন জয় সরকার। আরতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাজাতে। হিউস্টনে। এরপর বেশ কয়েকবার গিয়েছেন বঙ্গ সম্মেলনে। এবারেও তিনি উপস্থিত বাল্টিমোরে। কথা বললেন শুভজিতের সঙ্গে।প্রবাসী বাঙালির মধ্যে বঙ্গ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এই এন এ বি সি- কে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন বলে মনে হয়?খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বঙ্গে বাংলার চর্চা থেকে বিদেশের মাটিতে বসে থাকা বাঙালির মধ্যে তাঁর মাতৃভাষা চর্চা করার আবেগটা অনেক আন্তরিক। তাঁদের কাছে এই সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম ক'রে এই সম্মেলনের আয়োজন করেন। সংগঠনে অনেক সদস্য থাকেন ঠিকই, কিন্তু কাজের কাজটা করার ক্ষেত্রে কিছু মানুষের ওপর সম্পূর্ণ চাপ পড়ে। তাঁরাও সুনিপুণভাবে কঠোর পরিশ্রম ক'রে সেই দায়িত্ব পালন করেন।

শিকড়ের টানেই। বর্তমান সংগঠকরা যখন কালের নিয়মে অবসর নেবেন,তখন দায়িয়ভার কারা কাঁধে তুলে নেবেন বলে তোমার মনে হয়?বর্তমান সংগঠকদের পরের প্রজন্ম পুরোপুরিভাবে আমেরিকান হয়ে গেছে। তাই তাঁদের কাছ থেকে এ আশা করা ঠিক হবে না। কিন্তু আমার মনে হয়, কর্মসূত্রে প্রতিবছর অসংখ্য বাঙালি বিদেশে যাচ্ছেন,তাঁরাই এই সম্মেলনকে সসম্মানে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এছাড়াও কিছু বাবা-মা তাদের সন্তানদের কাছে বাংলা সংস্কৃতি ধরে রাখতে নিয়মিত বাড়িতে চর্চা, অভ্যাস চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও একটা উৎসাহ কাজ করবে বলে আমার মনে হয়। এবছর তুমি কী করছো ?এবছর কাফিলা ব্যান্ডের সদস্য হয়ে আমি যাচ্ছি। এই ব্যান্ডে তন্ময় বোস আছেন, শ্রীজাত আছেন, গানে আছেন শুচিস্মিতা, আখলাক হোসেন আছেন হারমোনিয়ামে। মূলত গজলকেন্দ্রিক ব্যান্ড এটা। এই ব্যান্ডে যোগদানের অফার আমায় তন্ময়দা দেন,পণ্ডিত তন্ময় বোস। তুমি বেশ কয়েকবার এন এ বি সি গেছো। অভিজ্ঞতা কীরকম?সামান্য অব্যবস্থা নজরে আসলেও মোটের ওপর সাধুবাদ জানাই এই সম্মেলন এবং তার উদ্যোক্তাদের। দেশের বাঙালি আর বিদেশের বাঙালির মধ্যে পার্থক্য কী নজরে এলো?লাইফস্টাইলের পার্থক্য আছে।

সময়ানুবর্তিতার পার্থক্য আছে। এখানে কোন অনুষ্ঠান ৬ টায় শুরু হবে বলে ৮টা তেও শুরু হয়। কিন্তু বিদেশে সেটা হবে না। সময় নষ্টের জন্য ফাইন দিতে হয়। তাই ওখানকার বাঙালিদের মধ্যেও এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তবুও আমি বলবো বাঙালি, বাঙালিই। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সেটা বঙ্গ সম্মেলনে বোঝা যায়। জোরে জোরে কথা বলা,তুমুল আড্ডা, হই হট্টগোল, ঝগড়া ইত্যাদিতে তারা পুরোদস্তুর বাঙালিয়ানায় ভরপুর। তাই আমার মনে হয় বাঙালি মঙ্গলগ্রহে গেলেও বাঙালিই থাকবে।

গুরুত্ব দেওয়া উচিত আয়োডিন

দেখতে প্রজাপতির ডানার মতো 'থাইরয়েড' আমাদের শরীরের একটি গ্রন্থিরনাম। বাদামী রঙের এ গ্রন্থিটি থাকে আমাদের গলার স্বরযন্ত্রের দু'পাশে। এর কাজ হলো আমাদের শরীরের কিছু অত্যাবশ্যকীয় হরমোন উৎপাদন করা।

এ হরমোনের তারতম্যের জন্য শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, শরীর মোটা হওয়া, ক্ষয় হওয়া, মাসিক সমস্যা, ত্বকের সমস্যা হার্টের এবং চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণসহ বিশেষক্ষেত্রে ক্যান্সারের কারণ হিসেবেও থায়রয়েড হরমোনের তারতম্যকে দায়ী করা হয়। তাই শারীরিক কার্যক্ষমতা সঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় এ হরমোন শরীরে থাকা একান্ত জরুরি বলেইমনে করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

শুক্রবার (২৫ মে) বিশ্ব থায়রয়েড দিবস। ২০০৯ সাল থেকে সারা বিশ্ব এ দিবসটি পালন করে আসছে। বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে দিবসটি উদযাপিত না হলেও থায়রয়েড রোড সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো গত কয়েক বছর ধরেই দিবসটিকে যথাযথভাবে পালন করছে।

বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি (বিইএস) এ বছর বিশ্ব থায়রয়েড দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের (ঢামেক) এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে শনিবার (২৬ মে) ঢাকেমের গ্যালারি ১-এ বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের আয়োজন করেছে।

বিইএসের সভাপতি অধ্যাপক ডা: ফারুক পাঠান জানান, বাংলাদেশে থায়রয়েড সমস্যার সকল ধরণকে এক সঙ্গে হিসেব করলে তা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। ভারতের অবস্থানও অনেকটা এরকমই। প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের প্রায় ২ শতাংশ এবং পুরুষদের প্রায় ০.২ শতাংশ থায়রয়েড ও হরমোনের বৃদ্ধি জনিত সমস্যায় ভোগে। ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এর হার ৩.৯শতাংশ থেকে ৯.৪ শতাংশ হারে থাকতে পারে।

শিশুদের এ রোগে আক্রান্ত হবার বিষয়ে তিনি জানান, নবজাতক শিশুদেরও থায়রয়েড হরমোন ঘাটতি জনিত সমস্যা হতে পারে।

থায়রয়েডের হরমোন ঘাটতি হলে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পরবর্তী সময়ে দৈহিক বৃদ্ধির সমতা আনা গেলেও মেধার উন্নতি করা সম্ভব হয় না।

তিনি জানান বাংলাদেশ একটি গলগন্ড বা ঘ্যাগবহুল মানুষের দেশ। গলগন্ড রোগীর সংখ্যা কিছুটা কমলেও তা ৮.৫ ভাগের কম নয়। থায়রয়েড ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধির দিকে। বাংলাদেশের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও গলগন্ড রোগীদের ৪.৫ ভাগের কাছাকাছি থায়রয়েড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হয়।

এ বিষয়ে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা: হাফিজুর রহমান জানান, থায়রয়েড হরমোনের পরিমাণ স্বাভাবিক থেকেও থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। সাধারণত আয়োডিনের অভাবে গলাফুলা (গলগন্ড) রোগ হয়ে থাকে, যাকে আমরা ঘ্যাগ রোগ বলি। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের বেশিরভাগ স্কুলগামী শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের আয়োডিনের অভাব রয়ে গেছে। আয়োডিন শরীরে অতি প্রয়োজনীয় এবং তা থায়রয়েড হরমোন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে থায়রয়েডেরচিকিৎসা পরিস্থিতি সম্পর্কে বি ই এসের সহ সবাপতি অধ্যাপক ড় মো. ফরিদ উদ্দিন বলেন, দীর্ঘদিন থেকে থায়রয়েডের রোগীরা এদেশে চিকিৎসা পেয়ে আসছে। বিভিন্ন হাসপাতাল এ হরমোন জনিত রোগটির চিকিৎসা দিয়ে থাকে।

রক্ত দেয়ার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। পরিবারের সদস্য বা বন্ধু বান্ধব কারো রক্তের প্রয়োজন হলে আমরা অনেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। তবে মনে রাখবেন শুধু রক্ত দিলেই চলবে না। রক্ত দেয়ার আগে ও পরে রক্তদাতাকে বেশ কিছু ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আসুন জেনে নেই রক্ত দেয়ার আগে ও পরে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন।

রক্ত দেয়ার আগে

তরল খাবার

রক্ত দেয়ার আগে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নিন কিন্তু তৈলাক্ত কিছু খাবেন না। রক্তদানের অগে প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে।

ঘুমিয়ে নেবেন

যেদিন রক্ত দেবেন তার আগের রাতে অনেকটা সময় ভালো করে ঘুমিয়ে নেবেন। রক্ত দেয়ার দুইদিনের মধ্যে মাথা ব্যথার কোনও ওষুধ খাবেন না।

আন শুনতে পারেন

গান শুনতে পারেন অথবা আপনার আশেপাশে থাকা অন্যান্য ডোনারদের সাথে কথা বলতে পারেন। এমন একটি শার্ট পড়ুন যেটার হাতা কনুইয়ের উপর ওঠানো যায়। সবচেয়ে ভালো হয় টি শার্ট পড়লে। রক্ত দেয়ার সময় কোনও চাপ অনুভব করা যাবে না।

রক্ত দেয়ার পরে

অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় যেদিন রক্ত দেবেন ওইদিন ভারী কোনও জিনিস বহন করবেন না। রক্ত দেয়ার পর চার গ্লাস জল খান এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় গ্রহণ করবেন না।

চুলকানি

আপনার হাতের যে জায়গায় ব্যান্ডেজ লাগানো থাকে ওইটা অন্তত কয়েক ঘন্টা রাখুন। ব্যান্ডেজ খুলে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারেন। নইলে চুলকানি হতে পারে।

মাথা ঘোরা

রক্ত দেয়ার পরপর হঠাৎ করে দাঁড়ালে অনেকের মাথা ঘোরাতে পারে এবং দুর্বল লাগতে পারে। এরকম হলে একটু শুয়ে থাকুন। একটু ভালো করলেই আবার উঠে দাঁড়ান।

আয়রন, ফোলাইট

আয়রন, ফোলাইট, রিবোফ্লাবিন, ভিটামিন বি ৬ সমৃদ্ধ খাবার যেমন লাল মাংস, মাছ ডিম, কিশমিশ, কলা ইত্যাদি খাবার বেশি করে খাবেন। এসব খাবার আপনার রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

শারীরিক পরিশ্রমের

প্রচুর পরিমাণে জল ও জল জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন। এই ব্যাপারে মোটেও অবহেলা করবেন না।

কয়েক ঘন্টার জন্য শারীরিক

পরিশ্রমের কাজ করা থেকে বিরত থাকুন এবং বেশ কিছুদিন সাধারণ সময়ের তুলনায় একটু কম পরিশ্রম করে বিশ্রাম নিন।

তিন মাস পর

রক্তদানের তিন মাস পর নতুন করে রক্ত দিতে পারবেন। এর আগে কোনোভাবেই পুনরায় রক্ত দেবেন না।

যেসব কারণে বাড়ে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি

স্তন ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্তন ক্যান্সার থেকে দরে থাকতে হলে সচেতনতাই প্রথম কথা। কিন্তু আমাদেরই প্রতিদিনের কিছু কাজ এই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

আসুন জেনে নেই যেসব অভ্যাসে বাড়ায় স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি।

সঠিক মাপের ব্রা

স্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকাস্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকা

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকার কারণে ঘাম, আর্দ্রতা জমে থাকা সব মিলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। ঘরে থাকার সময়টুকুতে ব্রা ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন।

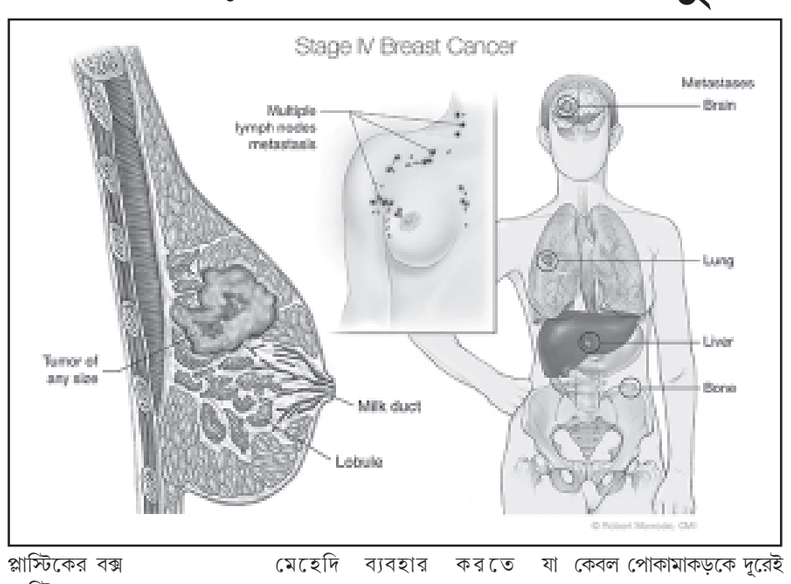

প্লাস্টিকের বক্স

প্লাস্টিকের বক্সে খাবার রাখা এবং বিশেষত সেটিতেই ওভেনে গরম করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। এর বদলে কাঁচের পাত্র ব্যবহার করুন। আর প্লাস্টিক ব্যবহার করতে চাইলে তা ফুড গ্রেড কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

চুল রঙিন করা

চুল রঙিন করার কাজে ব্যবহৃত রঙের ক্ষতিকর রাসায়নিকের কারণে হতে পারে স্তন ক্যান্সারও। তাই ভালো ব্র্যান্ডের ভেষজ চুলের রং ব্যবহার করুন। আর সবচেয়ে ভালো হয় মেহেদি ব্যবহার করতে পারলে।

এয়ার ফ্রেশনার এয়ার ফ্রেশনারএয়ার ফ্রেশনারে থাকা প্যাথালেট নামক প্লাস্টিসাইজিং রাসায়নিক যা সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে, তার সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বরং ফুটন্ত জলেতে এক টুকরো দারুচিনি ফেলে দিন। ঘর থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে।নেপথলিন

কাপড়চোপড় পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে বা বাথরুমের দুর্গন্ধ এড়াতে বেসিনে, সিঙ্কেও নেপথলিন ফেলে রাখেন অনেকেই। কিন্তু এটি পুরোটাই ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি হয়, যা কেবল পোকামাকড়কে দূরেই রাখে না, বরং আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এরচেয়ে নিমপাতা শুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে রেখে দিন। একই উপকার পাবেন।

রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কেবিনেট

রান্নাঘরের স্কি বা কেবিনেট যে রঙিন তরল ক্লিনার দিয়ে আপনি পরিস্কার করছেন, তাতে থাকা কেমিক্যাল কেবল আপনার স্তন ক্যান্সারই নয়, মাইগ্রেন ও অ্যালার্জির প্রকোপও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই কেমিকেলযুক্ত এই ক্লিনার ব্যবহার না করে ভিনেগার বা বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন।

শনিবার সদস্যতা অভিযান অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

সদস্য সংগ্রহ অভিযানে বড় সাফল্য বিজেপিতে যোগ দিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন ভাস্কর রাও

হায়দরাবাদ, ৬ জুলাই (হি.স.) : দেশজুড়ে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে বড় সাফল্য ঊ শনিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা এন ভাস্কর রাও ঊ কংগ্রেস নেতা এন ভাস্কর অল্প সময়ের জন্য অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।টিডিপি প্রতিষ্ঠাতার পিছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ঊ
ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মজয়ন্তীতে দেশজুড়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমেছে ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শনিবার উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে তেলেঙ্গানার শামশাবাদে শনিবার দুপুরে রাজ্যে এই কর্মসূচির সূচনা করেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। আজ তেলাঙ্গানায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের উপস্থিতিতে কংগ্রেস নেতা তথা অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন ভাস্কর রাও যোগ দিলেন বিজেপিতে। ভাস্কর রাও ১৯৮২ সালে তেলুগু দেশম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এন টি রামা রাওয়ের সঙ্গে ছায়াসঙ্গী হিসাবে কাজ করেন। টিডিপি প্রতিষ্ঠাতার পিছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে এনটি রামা রাও আমেরিকা গেলে কংগ্রেসের সমর্থনে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। মাত্র এক মাসের জন্য। এর পরে টিডিপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। শুধু ভাস্কর রাও নয়, আজ রঙ্গা রেড্ডি জেলার মামিদিপাল্লি গ্রামে রঙ্গানায়াকুলা থান্ডা এলাকার আদিবাসী মহিলা সোনি নায়েকের হাতেও দলের সদস্যপদের কার্ড তুলে দেন অমিত শাহ। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে লক্ষণ এবং অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব।
উল্লেখ্য, আগামী তিনদিন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ৩৩ জেলায় যাবেন এবং সাধারণ মানুষকে বিজেপিকে যোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন। রাজ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষ যাতে বিজেপি যোগ দেয় সেই বিষয় সচেষ্ট হবে বিজেপি নেতৃত্ব। তেলেঙ্গানায় ১২ লাখ নতুন সদস্যকে দলে যুক্ত করতে মরিয়া বিজেপি। দলিত, আদিবাসী, মহিলা, যুব সম্প্রদায় এবং কৃষকদেরই দলে অন্তর্ভুক্তি করতে মরিয়া দেশের এই বৃহত্তম দলটি।

১০০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হল তিস্তায় মৎস্যজীবীর জালে পড়া পেল্লায় আড় মাছ

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই (হি.স.) : হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হল তিস্তায় মৎস্যজীবীর জালে পড়া পেল্লায় আড় মাছ। শুক্রবার জলপাইগুড়ির মিলন পল্লি এলাকায় তিস্তার জলে এক মৎস্যজীবীর জালে ওঠে । প্রায় ১০২ কেজি ওজনের বাঘা আড় মাছটি । শনিবার ওই মাছটিকে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ির স্টেশন বাজারে । শেষ পর্যন্ত ১০০০ টাকা কেজি দরে বিশালাকার মাছটি মৎস্যজীবীর কাছ থেকে কিনে নেন জলপাইগুড়ি স্টেশন বাজারের এক বিক্রেতা ।
শুক্রবার সকালে অন্যান্য দিনের মতো মিলন পল্লি এলাকায় তিস্তার জলে জাল ফেলেছিলেন একাধিক মৎস্যজীবী। কেউ বরোলি, কেউ ছোট মাছ ধরছিলেন। সকাল ১১ টা নাগাদ রুহিদাস নামে এক মৎস্যজীবী জাল তুলতে গিয়ে অবাক হয়ে যান। এত ভারী জাল যে তাঁর একার পক্ষে তোলা যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যান্যদের সহায়তায় ডাঙায় জাল তোলেন মৎস্যজীবীরা। দেখেন, একটি বিশালাকার আড় মাছ ধরা পড়েছে। ওজন প্রায় ১০২ কেজি। মাছটি যদিও বারবারই জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলে জানিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় তা সম্ভব হয়নি। পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে মাছটি বিক্রিও করে দেন রুহিদাস ঊ শনিবার ওই মাছটিকে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ির স্টেশন বাজারে। সপ্তাহান্তের বাজারে বাঘা আড় মাছটি দেখতে ভিড় জমান বহু মানুষ। কেনার সামর্থ্য না থাকলেও মাছটিকে ছুঁয়ে দেখেন অনেকেই। কেউ কেউ আবার বাঘা আড় মাছের সঙ্গে বেশ সেলফিও তোলেন । তবে শেষ পর্যন্ত ১০০০ টাকা কেজি দরে বিশালাকার মাছটি মৎস্যজীবীর কাছ থেকে কিনে নেন জলপাইগুড়ি স্টেশন বাজারের বিক্রেতা জ্যোতিষ দাস।

কর্ণাটকের পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি বনাম কংগ্রেসের জোর তরজা

বেঙ্গালুরু, ৬ জুলাই (হি.স.) : কংগ্রেস-জেডি(এস) জোটের ১৪ জন বিধায়কের ইস্তফা নিয়ে জোর তরজা বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে। এমন পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছে কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। অন্যদিকে জোট সরকারের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ বিজেপি।
এদিন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা বলেন, অন্য দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আমি বা আমার দল চিন্তিত নই। মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছি কংগ্রেস-জেডি(এস) বিধায়কেরা কর্ণাটকের বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছে। এই বিষয়ে বিজেপি চিন্তিত নন। কিন্তু কর্ণাটকের রাজ্য প্রশাসনে যা হয়ে চলেছে, তা উপর নজর রাখছে বিজেপি। রাজ্যবাসী ফের নির্বাচনের জন্য তৈরি নয়। রাজ্যের কোষাগারে এতে করে চাপ পড়বে। পরিস্থিতি তৈরি হলে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিধান খতিয়ে দেখা হবে।
জেডি(এস) নেতা এইচ ডি দেবেগৌড়া বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। বিষয়টি আমি কাউকে কিছু বলব না। পৌর নির্বাচনে নিয়ে আলোচনা করতে দলীয় কর্মীদের ডেকেছি। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরেজওয়ালা বলেন, ঘোড়া কেনাবেচার করার নতুন প্রতীক হয়ে উঠেছে মোদী।
বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খারগে বলেন, কংগ্রেস থেকে যেসব বিধায়করা যেতে চাইছে আশা করব তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেবে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বেঙ্গালুরুতে যাব।

রক্তাক্ত দক্ষিণ করিমগঞ্জের দলগ্রাম, প্রকাশ্য দিবালোকে খুন ব্যক্তি

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : মাস কয়েকের বিরতির পর ফের রক্তাক্ত হয়েছে দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার পলডহর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলগ্রাম। শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দলগ্রামের প্রয়াত বদরুল হকের ছেলে আলিম উদ্দিন (৩৮)। তাঁর গলা ও মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে খুন করা হয়েছে।
এই খবর লেখা পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও এজহার দায়ের করা হয়নি বলে জানা গেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ পারিবারিক কলহের কারণেই আলিম খুন হয়েছেন বলে মনে করছে। বিশ্বস্ত এক সূত্রের খবর, আলিম এবং তার অন্যাকন্যক ভাইদের রবার বাগান ছিল। আর এই বাগানের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কিছুদিন থেকে ভাইদের মধ্যে কলহ চলছিল। আলিম হত্যাহর খবর পেয়ে রাতাবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নিহতের অন্যাযন্যব ভাইদের কোনও খোঁজ পায়নি। এমন-কি আলিমের ক্ষতবিক্ষত নিথর দেহ তুলে আনতে পুলিশকে পরিবারের সদস্যথ-সহ গ্রামবাসীরাও কোনও ধরনের সহযোগিতা করেনি বলে জানা গেছে। পরে রাতাবাড়ি পুলিশ আলিমের নিথর দেহ ময়না তদন্তের জন্যর করিমগঞ্জের সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শনিবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে বৈঠক করেন দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কেন্দ্রীয় বাজেট নতুন ভারতের ইস্তেহার, দাবি নাকভির

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.) : কেন্দ্রীয় বাজেটকে নতুন ভারতের ইস্তেহার বলে অভিহিত করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি। এই বাজেট আর্থিক সংস্কারকে সহায়ক পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে।
দেশের আর্থিক কাঠামোকে শক্তিশালী করবে এই বাজেট। শনিবার একটি ব্লগে এমনই দাবি করেছেন তিনি।
এদিন মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, এই বাজেট যুব সম্প্রদায়, মহিলা, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের আকাঙ্খাগুলিকে পূরণ করবে। মোদী সরকারের উন্নয়নমুখী বাজেট গরিবদের ক্ষমতায়নকে বৃদ্ধি করবে। মধ্যবিত্তকে উপকৃত করবে।
দেশে আর্থিক বৃদ্ধির গতিকে দ্রুত বাড়াবে। সমাজের শেষ ব্যক্তিকে আর্থিক এবং সামাজিক একীকরণের দিকে এই বাজেট নিয়ে যাবে। নতুন ভারতের ইস্তেহার হচ্ছ এই বাজেট। ভাল প্রশাসনিক পরিষেবা এবং বৃদ্ধির জন্য এই বাজেট নিবেদিত।
বাজেটের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরে মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে এই বাজেট দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্যে এগোবে। উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে।
পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ আগামী পাঁচ বছরে আসবে। উদ্যোগপতিদের শক্তিশালী করেছে এই বাজেট। আর্থিক সংস্কার এবং কর ব্যবস্থার সরলীকরণে বিশেষ নজর দিয়েছে এই বাজেট। মহিলাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছোট এবং মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা লোকেরাও উপকৃত হবে। গরিব লোকেদের জন্য দুই কোটি আবাসনের তৈরির পরিকল্পনা এই বাজেটে করা হয়েছে।

জনসংযোগ বাড়াতে কাশিতে প্রধানমন্ত্রী, বারাণসী বিমানবন্দরে উন্মোচিত লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মূর্তি

বারাণসী, ৬ জুলাই (হি.স.): সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ আরও নিবিড় করতে এক দিনের সফরে নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসীতে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বারাণসী কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভের পর, শনিবার দ্বিতীয়বারের জন্য বারাণসীতে এলেন প্রধানমন্ত্রীঊ এদিন সকালে বারাণসী বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং উত্তর প্রদেশ বিজেপির সভাপতি এম এন পাণ্ডে প্রমুখঊ দিনভর বহু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীরঊ দিনের শুরুতেই বারাণসী বিমানবন্দরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মূর্তি উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রীঊ লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মূর্তি উন্মোচিত হওয়ার পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তথা কংগ্রেস নেতা অনিল শাস্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ উপস্থিত ছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ছোট ছেলে তথা বিজেপি নেতা সুনীল শাস্ত্রীও।
এদিনই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানেও যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ এছাড়াও দশাশ্বমেধ ঘাটের মন মহলের ভার্চুয়াল মিউজিয়ামেও যাওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীরঊ এখানেই শেষ নয়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ভারতীয় জন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শুরু করা হবে বিজেপি ফর ইন্ডিয়া মেম্বারশিপ ড্রাইভঊ এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে বিজেপি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করবে বলেই মত প্রধানমন্ত্রীর।

ওভারটেক করতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, উত্তর প্রদেশে টেম্পো-ট্রাক সংঘর্ষে মৃত্যু ৮ জনের

ঔরাইয়া (উত্তর প্রদেশ), ৬ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ঔরাইয়া জেলায় টেম্পো এবং ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৮ জনঊ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজনঊ শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঔরাইয়া জেলার ডিবিয়াপুর-বেলা রোডেঊ দুর্ঘটনায় আহত তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ পাশাপাশি নিহতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশঊ
পুলিশ সুপার (এসপি) সুনীতি জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ ডিবিয়াপুর-বেলা রোডে টেম্পো ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ দুর্ঘটনাগ্রস্ত টেম্পোটি অপর একটি টেম্পোকে ওভারটেক করার সময় ট্রাকের সামনে ধাক্কা মারেঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে টেম্পোর আরোহী ৮ জন যাত্রীব এছাড়াও আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে

উনি বাংলার সংস্কৃতিকে জানেন না : ”জয় শ্রীরাম” স্লোগান নিয়ে মন্তব্য করায় অমর্ত্য সেনকে আক্রমণ দিলীপের

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : সমাজের নানা বিষয়ে নানা সময়ে সরব হওয়া নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ এবার মুখ খুললেন দেশজুড়ে ঘটে চলা ধর্মীয় ভেদাভেদ থেকে তৈরি হিংসা নিয়ে। 'জয় শ্রীরাম স্লোগানের সঙ্গে বাংলার সংকৃতির কোনও সম্পর্ক নেই', অমর্ত্য সেনের এমন মন্তব্যের পরই শনিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তাঁকে। ”উনি বাংলার সংস্কৃতিকে জানেন না”, বলে পাল্টা কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। নাম না করেই শুক্রবার বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'দেশের বিভিন্ন জায়গা, এমনকী এই বাংলাতেও ”জয় শ্রীরাম” স্লোগান বলানো নিয়ে মারধর, এমনকী প্রাণ কেড়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এই ধর্মীয় ভেদাভেদ থেকে হিংসা কেন? সংবিধানে সমস্ত ধর্মের স্থান আছে।' উল্লেখ্য, প্রথম মোদী সরকারের আমলেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানা সময়ে মুখ খুলেছেন অমর্ত্য সেন। যে কারণে তীব্র আক্রমণের মুখেও পড়েছেন তিনি। এই মন্তব্যের পর এদিন এই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদকে আক্রমণ করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বললেন, 'অমর্ত্য সেন বাংলাকে চেনেন না। বাংলা বা ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে উনি কতটা অবগত? দেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ”জয় শ্রীরাম” ধ্বনি উঠছে। এখন গোটা বাংলাই এই স্লোগান দিচ্ছে।' প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেছিলেন, 'জয় শ্রীরাম, রাম নবমী - এসব কোনও কিছুর সঙ্গেই বাঙালির কোনও যোগ নেই। এখানে দুর্গাপুজো হয়। বস্তুত, এখন গণপ্রহার করতে ”জয় শ্রীরাম” স্লোগান ব্যবহৃত হচ্ছে। নতুন এই সংস্কৃতি আমদানির পিছনে বিভেদের রাজনীতি কাজ করছে। কলকাতায় এর আগে এত রামনবমী উদযাপন হতে আমি আগে দেখিনি।

রাজ্যপাল ডাকলে কর্ণাটকে সরকার গড়তে প্রস্তুত বিজেপি : সদানন্দ গৌড়া

বেঙ্গালুরু, ৬ জুলাই (হি.স.) : কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডি(এস)জোট সরকার তীব্র সঙ্কটে পড়েছে। ১৪ জন বিধায়ক ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে শনিবার কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ণ মন্ত্রী ডিভি সদানন্দ গৌড়া জানিয়েছেন, রাজ্যপাল ডাকলে সরকার গড়তে প্রস্তুত বিজেপি।
এদিন ডিভি সদানন্দ গৌড়া বলেন, রাজ্যে জনস্বার্থ বিরোধী সরকার

ভারত-পাক সীমান্তে ফের গোলাগুলি বর্ষণ, আহত দু'জন ভারতীয় সৈনিক

জম্মু, ৬ জুলাই (হি.স.): ফের ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ পাল্টা গুলি চালিয়ে কড়া প্রত্যাঘাত করেছে ভারতীয় সেনাওঊ তবে, দুঃসংবাদ হল-পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলাগুলি বর্ষণে আহত হয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দু'জন সৈনিকঊ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের নৌশেরা সেক্টরের রোমালি ধারা এলাকায় ভারতীয় সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাঊ পাক গুলিবর্ষণে আহত হয়েছেন দু'জন ভারতীয় সৈনিকঊ
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত ন'টা থেকে নৌশেনা সেক্টরের রোমালি ধারা
ছয়ের পাতায়

শনিবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

পুলিশি তল্লাশিতে মাদক সহ গ্রেফতার শিলাজিৎ-পুত্রসহ তিন, উদ্ধার মাদক

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.) : পুলিশের তল্লাশি অভিযানে মাদক সহ গ্রেফতার শিলাজিৎ-পুত্র ধী মজুমদার। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে কয়েকশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধী-এর সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর আরও দুই সঙ্গীকে। শুক্রবার গভীর রাতে নাকা চেকিং চলাকালীন একটি গাড়ি থেকে ধী'কে গাঁজা সহ হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত অভিনেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে নাকা চেকিং চালাচ্ছিল রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ। সেই সময় কালো কাচ ঢাকা একটা গাড়ি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। গাড়িটিকে দাঁড় করানো হয়। ড্রাইভারের আসনে সে সময় ছিল ধী। মত্ত অবস্থায় থাকার কারণে পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করারও অভিযোগ ওঠে অভিনেতার বিরুদ্ধে। এরপরেই আটক করা হয় তাঁকে। তল্লাশি চালানো হয় গাড়িতে। আর তা চালানোর সময় উদ্ধার করা হয় কয়েকশ গ্রাম গাঁজা। জিজ্ঞাসাবাদে ধী জানিয়েছে যে, গাড়ি চালানোর সময় সে মত্ত অবস্থায় ছিল। শুধু তাই নয়, গাঁজা খেয়েও সে গাড়ি চালাচ্ছিল বলে পুলিশের জেরায় সে জানিয়েছে বলে খবর। বেআইনিভাবে গাঁজা রাখা এবং মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অপরাধে একাধিক ধারায় গায়ক-পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

‘জয় শ্রীরাম’ বলায় এবার মার বারুইপুরে : প্রহৃত বিজেপি কর্মী, অভিযুক্ত তৃণমূল

বারুইপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ৬ জুলাই (হি.স.): ‘জয় শ্রীরাম’ বলায় এ বার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র একজন কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। ওই বিজেপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়েও কোপানো হয়। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। বারুইপুর থানার অন্তর্গত রানা বেলিয়াঘাটা এলাকার ঘটনা। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা নাম, রাজেন্দ্র পুরকাইত। এই হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। যদিও, নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বিজেপি কর্মী রাজেন্দ্র এলাকায় কোনও মিটিং-মিছিল থাকলে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি দিতেন। রাজেন্দ্রর অভিযোগ, সেই কারণে স্থানীয় কিছু তৃণমূল কর্মীর রোষানলে পড়েছিলেন তিনি। শুক্রবার বিকেলে যখন তিনি ও তাঁর স্ত্রী শম্পা পুরকাইত নিজেদের বাগানে কাজ করছিলেন, সেই সময় একদল তৃণমূল কর্মী তাদের উপর চড়াও হয়। বেধড়ক মারধর করা হয় রাজেন্দ্রকে। এমনকি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মুখে আঘাত করা হয়। হামলার পর স্থানীয় কয়েকজন তাঁকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। এ বিষয়ে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

ফের ভূমিকম্পে কাঁপল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, ৭.১ তীব্রতার কম্পনে জ্বলে উঠল আগুন

ক্যালিফোর্নিয়া, ৬ জুলাই (হি.স.): বিগত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াঊ গত ৪ জুলাই শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া ও সংলগ্ন অঞ্চলঊ ৬.৪ তীব্রতার ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠেছিল বহু ঘরবাড়িঊ তারপর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন দক্ষিণ ক্যানিফোর্নিয়ার মানুষজনঊ এরই মধ্যে স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার রাতে আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াঊ এবার রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.১ঊ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে ৭.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া ও সংলগ্ন অঞ্চলেঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল রিডগেক্রেস্ট শহর থেকে প্রায় ১১ মাইল দূরেঊ ভূমিকম্পের জেরে ক্যালিফোর্নিয়ার রিডগেক্রেস্ট শহরের কিছু জায়গায় আগুন ধরে যায়ঊ এছাড়াও ক্ষয়ক্ষতিরও খবর পাওয়া গিয়েছেঊ ভূকম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই আতঙ্কে-প্রাণভয়ে বহু মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ানঊ রিডগেক্রেস্ট শহর ও সংলগ্ন এলাকায় ভূমিকম্পের পরই বিদ্যুৎ চলে যায়

অরবিন্দ সরকারের

আটের পাতার পরম

দিল্লি সরকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুটির জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

গত মঙ্গলবার দ্বারকার সেক্টর ২৩-এর মেয়েটিকে ধর্ষণের অভিযোগে ২৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। একজন সিনিয়র পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, রাস্তার ধারে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়, যেখানে তার অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিতকেরা। ওই এলাকা থেকে প্রাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেছে পুলিশ। শুক্রবার দিল্লি কমিশন ফর উইমেন (ডিসিডব্লিউ)-এর চেয়ারপারসন স্বামী মালিওয়াল নির্যাতিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর এদিন ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করল সরকার।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.) : ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীরা।

হিন্দিতে লেখা এক ট্যুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতায় অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ নিজের ট্যুইট বার্তায় লেখেন, ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অনন্য প্রতীক। দেশের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে সমর্পিত করেছিলেন তিনি। কাশ্মীর থেকে পারমিট রাজ অবলুপ্তি এবং কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য রাখার জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন।

এর আগে লোকসভার অধ্যক্ষ ওমপ্রকাশ বিড়লা সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে গিয়ে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানান।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯০১ সালের ৬ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। ভারতীয় জনসঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভায় সদস্যও ছিলেন। রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। এদিন সংসদের সেন্ট্রাল হলে গিয়ে ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। পরে ট্যুইট বার্তায় রাজনাথ সিং লেখেন, অনেক উচ্চস্তরের নেতা ছিলেন ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জনগণের সেবায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তরুণ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা যে কতটা জরুরি তা তিনি দেখিয়েছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম, সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছে। জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁকে কুর্ণিশ জানাই।

পলাতক ব্যবসায়ী নীরব মোদীকে ৭,৩০০ কোটি টাকা ফেরতের নির্দেশ ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল-র

পুনে, ৬ জুলাই (হি.স.) : এবার পলাতক ব্যবসায়ী নীরব মোদীকে ৭,৩০০ কোটি টাকা ফেরত দিতে নির্দেশ দিল পুনের ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল। শনিবার এই নির্দেশ লাগু করে ডিআরটি। নীরব এবং তার সঙ্গে নাম জড়ানো তার সঙ্গীদের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যও নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এদিন পুনের ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল নীরব মোদীকে নির্দেশ দেয় সুদ সমেত ৭,৩০০ কোটি টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। এর আগে গত মঙ্গলবারই সিঙ্গাপুর উচ্চ আদালত এক নির্দেশ জারি করে। যেখানে বলা হয় ৪৪.৪১ কোটি পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে নীরবকে। ভারতীয় এনফোরসমেনট ডিরেক্টরদের অনুরোধেই এমন নির্দেশ দেয় তারা।

উল্লেখ্য, গত বছর মার্চে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ১৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যায় নীরব মোদী। এই অর্থ কেলেঙ্কারি মামলায় প্রধান অভিযুক্ত তিনি। নীরবের ১৪৭ কোটি টাকা পরিমাণ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের হাতেই গ্রেফতার হন ভারতীয় ধনকুবের। লন্ডন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এখনও সেই মামলা বিচারাধীন।

গত সপ্তাহেই ধনকুবের নীরবের চারটি সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সঙ্গে নীরব পত্নী পুরবীর সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টটিও বাজেয়াপ্ত করে সুইজারল্যান্ড সরকার। যেখানে প্রায় ৬০ লক্ষ ডলার পরিমাণ অর্থ ছিল। তার স্ত্রী এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধেও একই মামলায় এফআইআর দায়ের করা হয়।

ভারতীয় সৈনিক

পাচের পাতার পর

এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে রাত ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত গোলাগুলি বর্ষণঊ ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টার হামলাও চালায় পাক সেনাবাহিনীঊ পাল্টা জবাব দেয় ভারতীয় সেনাওঊ দু’’পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় চলাকালীন আহত হয়েছেন দু’জন ভারতীয় সৈনিকঊ আহত সেনা জওয়ানরা বর্তমানে সেনা হাসপাতালে চিকিতাধীন

গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক

তিনের পাতার পর

প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সফর এলো। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানের আমন্ত্রণে প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশে এসেছে।ভারতীয় হাইকমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রতিনিধিদলটি শনিবার কলকাতা থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে বাংলাদেশে পৌঁছে। সফরকালে প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঊর্ধতন ও মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এছাড়াও প্রতিনিধিদলটি জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় সংসদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজয়কেতন জাদুঘর, প্রয়াস, হাতিরঝিল ও কক্সবাজার পরিদর্শন করবেন।

এর আগে, ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৫ তরুণ দম্পতি দিল্লী, আগ্রা ও কলকাতা সফর করে। সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান তাঁর প্রথম বিদেশ সফরকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানকে এ ধরনের সফরের পরামর্শ দেন। এই সফর দুই দেশের অভিন্ন ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে মানুষে মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং দুই সেনাবাহিনীর মধ্যকার সহযোগিতা ও আন্তঃকার্যকারীতা সম্প্রসারণ করবে।

ঠুঁটো বিএসএফ

তিনের পাতার পর

এই সব বাহনগুলির পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে পূর্ত সড়কের পাশে অবস্থিত গৃহস্থের বাড়ি থেকে গরু মহিষ চুরি করে চোরের দল সীমান্ত এলাকায় পাচারকারীর হাতে তুলে দেয়। বাজার থেকে ক্রয় করা আর গৃহস্থের বাড়ি থেকে চুরি করা গরু মহিষগুলি সীমান্তের এক কিলোমিটার অবধি পৌঁছে দেয় একদল চোরাকারবারি।

তাঁরা জানান, হাত বদল করে সেখান থেকে আবার সময় সুযোগে কাঁটাতারের পাশে জঙ্গল বা বর্ডার রোডের কাছে নিয়ে যায় অন্য দল। সীমান্ত অবধি পৌঁছে দেওয়ার জন্য গরু মহিষ প্রতি দেওয়া হয় পাঁচ থেকে সাতশো টাকা। এছাড়া সীমান্ত লাগোয়া কয়েকটি বাড়িও ব্যবহার করে পাচারকারীরা। ওই সব বাড়িতে টাকার বিনিময়ে রাখা হয় গরু মহিষ। আর সেগুলি রাতের অন্ধকারে পাচার করা হয় কাঁটাতারের ওপারে। ইদানীংকালে গরু মহিষ পাচারের স্বর্গদ্বার হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জের তেশুয়া, মহিশাসন, বারোপুঞ্জি, মদনপুর, এলাকার পাহাড়ি সীমান্ত। প্রথমে বর্ডার রোডের পাশে থাকা টিলা এলাকায় এক একটি গরুর পিঠে নং লাগিয়ে রাখা হয়। মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে এপার ওপার সীমান্তের দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকে লাইনম্যানরা। দুই ধারে উঁচু টিলা থাকার দরুন উপরে বসেই সীমান্ত সড়কে থাকা বিএসএফ চৌকিতে এক দুজন করে টহলরত জওয়ানদের গতিবিধি লক্ষ করে পাচারকারীরা। প্রথমে এক বা দুটি গরু সীমান্তের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে ওপারে থাকা পাচারকারীদের কাছে সংকেত চলে যায়। নজরদারি একটু ঢিলে হলেই কাঁটাতারের জয়েন্ট খুলে গরু মহিষের মুখ রশি দিয়ে বেঁধে জোড়ায় জোড়ায় পাচার করে ফের লাগিয়ে দেওয়া হয় কাঁটাতারের কাটা অংশ। এক্ষেত্রে রাতের অন্ধকার থেকে সকাল বেলা বা দুপুর বেলাই বেশি সুবিধা হয়ে থাকে। আর পনেরটি গরু পাচার করতে মাত্র সময় লাগে আধ ঘন্টা। গলায় মুখে ছোট ছোট করে বাঁধা থাকে রশি। যাতে করে নম্বর দেখে ওপারের পাচারকারীদের নিতে সুবিধা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সুরক্ষা-সহ সীমান্ত এলাকার জজনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্যম সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানদের নিয়োজিত করলেও কিছুসংখ্যমক লোভি জওয়ানদের জন্যর পুরো ব্যবস্থার বদনাম হচ্ছে, বলেছেন গ্রামের ভুক্তভোগী জনতা।

কর্ণাটকে ইস্তফা ১১ বিধায়কের - নতুন সরকার গড়তে প্রস্তুত বিজেপি

বেঙ্গালুরু, ৬ জুলাই (হি. স.) : শনিবার সকাল থেকেই কর্ণাটক বিধানসভায় কংগ্রেস ও জেডিএস-এর বিধায়কদের পদত্যাগের ঢল পড়ে যায়। কংগ্রেসের ৮ জন এবং জেডিএস-এর ৩ জন বিধায়ক এদিন বিধানসভার স্পিকারের অফিসে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। এতজন বিধায়কের একসঙ্গে পদত্যাগে স্বাভাবিকভাবেই টালবাহানার মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকার। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত কাজে দেশের বাইরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারাস্বামী। যদিও সোমবারই আমেরিকা থেকে তাঁর দেশে ফেরার কথা। অন্যদিকে, বর্তমান সরকার ভেঙে পড়লে নতুন সরকার গড়তে প্রস্তুত বিজেপি। এদিন বিজেপি নেতা ডি ভি সদানন্দ গৌড়া বলেছেন, এই বিধায়কেরা মনে করেছেন পার্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। বিজেপি নতুন সরকার গঠন করলে বি এস ইয়েদিউরাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলেও একরকম ঘোষণা করে দেন তিনি।

এখনও পর্যন্ত কারওরই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। প্রসঙ্গত, ১০৩ আসন বিশিষ্ট কর্ণাটক বিধানসভায় কংগ্রেসের ৬৬ জন এবং জেডিএস-এর ৩৪ জন বিধায়ক রয়েছেন। ১০৫ জন বিধায়ক রয়েছে বিজেপির। বিজেপি নেতা ডি ভি সদানন্দ গৌড়া এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ’রাজ্যপালই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। সাংবিধানিকভাবে তিনি আমাদের ডাকলে আমরা সরকার গড়তে প্রস্তুত। আমরা একক বৃহত্তম পার্টি, ১০৫ জন সদস্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।’ মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি দীনেশ গুন্ডু রাও-ও এখন দেশের বাইরে ব্রিটেনে রয়েছেন। রবিবার তাঁর দেশে ফেরার কথা। এদিন কর্ণাটকের বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদিউরাপ্পা বলেছেন, ’মানুষ দেখছেন কিভাবে ডি কে শিবকুমার স্পিকারের অফিসে পদত্যাগপত্রগুলি ছিঁড়ে ফেলেছেন।

নিগমের সিএমডি

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি না হলে লোকসান হওয়া স্বাভাবিক। তিনি জানান, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের উপর। তারাই মাশুল নির্ধারন করে থাকে। তাঁর বক্তব্য, শীঘ্রই বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকে মাশুল বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হবে। ফলে, শীঘ্রই বিদ্যুতের মাশুল বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা ভুল হবে না।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৭টি ঘর

● প্রথম পাতার পর

বণিক জানান। গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায়আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রোগী সহ রোগীর আত্মীয়স্বজনরা।

বিধায়কের ইস্তফা

● প্রথম পাতার পর

বিধানসভায় কংগ্রেসের ৬৬ জন এবং জেডিএস-এর ৩৪ জন বিধায়ক রয়েছেন। ১০৫ জন বিধায়ক রয়েছে বিজেপির। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি দীনেশ গুন্ডু রাও-ও এখন দেশের বাইরে ব্রিটেনে রয়েছেন। রবিবার তাঁর দেশে ফেরার কথা। তিন কংগ্রেস বিধায়ক এস টি সোমাশেখর, বৈরথি বাসবরাজ এবং মুনিরথনা এদিন পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া-কে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করার দাবি জানিয়েছেন।

নেশা সামগ্রী উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারা সহ বাংলাদেশি মুদ্রা রাখার অপরাধে একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। এদিকে, এই ঘটনায় বিজেপি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে।

দিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সরকারি চাকুরি কখনো কোনো রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হতে পারেনা। তাঁর দাবি, বর্তমান রাজ্য সরকার স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে দ্বিতীয়বারও ঘাটতিহীন বাজেট তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, বাজেটে লক্ষ্য করা গেছে যে রাজ্যের রাজস্ব আয়ও বেড়ে ২৬ শতাংশ হয়েছে যা বিগত সরকারের আমলে ছিল মাত্র ৯.৮ শতাংশ। এদিন তিনি রোজগার মানেই সরকারি চাকুরি, এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাজ্যের যুবক-যুবতীদের প্রতি আহ্বান জানান। সাথে যোগ করেন, ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণে আনারস, কাঁঠাল, আদা উৎপন্ন হয়। এগুলিকে ভিত্তি করে রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করার জন্য উদ্যোগীদের আরও বেশি করে এগিয়ে আসুন। তিনি বলেন, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটকে শক্তিশালী করলে রোজগার বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাই, আজকের কর্মশালা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে উদ্যোগীরা রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটকে উন্নত করতে এগিয়ে আসবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। হিন্দুস্থান সমাচার/সন্দীপ

লক্ষ্যমাত্রা ৫ লক্ষ

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনে বিরোধীদল সিপিএমের ভোট কমে দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশে। এই রাজ্যের মানুষ সিপিএম এবং কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেন না বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিরোধী শিবির ছেড়ে আশ্রয় চাইছেন মানুষ । এইসব ভাসমান ভোটারদের দলে টানতে হবে। এজন্য তাদের কাছে যেতে হবে। তাদেরকে আপন করে নিতে হবে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সদস্যপদ অভিযানে কোন ধরনের খামতি না রাখতে প্রদেশ সভাপতি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রয়োজন বোধে সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযানে গিয়ে সদস্যদের বাড়িতে কিংবা প্রয়োজন বোধে সিপিএম সমর্থকের বাড়িতে সকালে টিফিন, দুপুরে আহার, এমনকি রাতের আহার চেয়ে খেয়ে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। তাতে ঐসব লোকজন বিজেপি দলকে আরও আপন করে নেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রদেশ সভাপতি বলেন ত্রিপুরায় বিরোধীরা বর্তমানে যাযাবরের পার্টিতে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রদেশ সভাপতি বলেন বর্তমানে দলের স্বর্ণযুগ চলছে। বহু ত্যাগ স্বীকার করে তিলে তিলে সংগঠনকে যারা বর্তমান জায়গায় এনে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের নীতি আদর্শ মেনে আমাদের কাজ করতে হবে। দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রসঙ্গ টেনে প্রদেশ সভাপতি বলেন, দলের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং তার যে নীতি আদর্শ তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

T/13833 **সুমন নাথ, পুলিশ কনস্টেবল বসয় ৩০ বৎসর, পিতা - শ্রী সুভাষ চন্দ্র নাথ, সাং- দোলবাড়ি, থানা - সাব্রুম, জেলা - দক্ষিণ ত্রিপুরা। গত ২৫-০৫-২০৮ইং দক্ষিণ ত্রিপুরা পুলিশ লাইন থেকে সাময়িক ৫ দিনের ছুটি নিয়ে যাওয়ার পর সে অদ্যাবর্ধি কর্ম স্থলে যোগদান করেনাই। উক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ করা যাইতেছে আগামী ২০-০৭-২০১৯ইং তারিখের মধেও স্বশরীরে সরকারী কাজে যোগদান করার জন্য অন্যথায় চাকরিচ্যুত করা হইবে।**

(যোগাযোগ ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ- ০৩৮২৩ ২২২০৫২/০৩৮২৩- ২২২১৯৮
৯৪৮৫১৮৭৮২৯
৭৬২৮০০৭০৭৯ **ICA/D/4818/19-2020**

Superintedent of Police
Sout Tripura District
Superintedent of Police
South Tripura, Belonia

আদিবাসী মহিলা সোনি নায়েকের হাতে বিজেপির সদস্যপদ তুলে দিলেন অমিত শাহ

হায়দরাবাদ, ৬ জুলাই (হি.স.) : ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মজয়ন্তীতে দেশজুড়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমেছে ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শনিবার উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে তেলেঙ্গানার শামশাবাদে শনিবার দুপুরে রাজ্যে এই কর্মসূচির সূচনা করেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ।

রঙ্গা রেড্ডি জেলার মামিদিপাল্লি গ্রামে রঙ্গানায়াকুলা থান্ডা এলাকার আদিবাসী মহিলা সোনি নায়েকের হাতে দলের সদস্যপদের কার্ড তুলে দেন অমিত শাহ। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে লক্ষণ এবং অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। আগামী তিনদিন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব রাজ্যের ৩৩টি জেলায় যাবেন এবং সাধারণ মানুষকে বিজেপিকে যোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন। রাজ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষ যাতে বিজেপি যোগ দেয় সেই বিষয় সচেষ্ট হবে বিজেপি নেতৃত্ব। তেলেঙ্গানায় ১২ লাখ নতুন সদস্যকে দলে যুক্ত করতে মরিয়া বিজেপি। দলিত, আদিবাসী, মহিলা, যুব সম্প্রদায় এবং কৃষকদেরই দলে অন্তর্ভক্তি করতে মরিয়া দেশের এই বৃহত্তম দলটি।

দীঘার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত গ্রাম, আতঙ্কে গ্রামবাসী

রামনগর, ৬ জুলাই (হি. স.) : দীঘার সমুদ্র জলোচ্ছ্বাস এ প্লাবিত উপকূলের দুটি গ্রাম। নোনা জল ঢুকেছে চাষ জমিতেও।আতঙ্ক দেখা দিয়েছে আরও উপকূলের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। প্রায় ৩৫ টি বাড়িতে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের জল ঢুকে পড়েছে। প্রায় ৭০ হেক্টর চাষ জমিতে নোনা জল ঢুকে চাষ নষ্ট হয়েছে।আগ্রাসী ঢেউয়ের জল গার্ড অয়াল টপকে হু হু করে ঢুকে পড়েছে।

প্রশাসনের তরফে উঁচু স্থানে অনেক পরিবারকে সরানো হয়েছে।এই মুহুর্তে জল ঢুকে প্লবিত হয়েছে জামড়া শংকরপুর গ্রামে।প্রায় ৩৫ টি বাড়িতে,শব্জী বাগান ও ধান জমিতে জল ঢুকে চাষ নষ্ট হয়ছে। ৩৫ টি বাড়ির প্রায় ৪৫ টি পরিবার বিপর্যস্ত।এলাকার বিডিও, জনপ্রতিনিধি গণ এলাকায় ঘুরে আসলেও ক্ষোভ উগরে দেন মানুষজন।প্রায় সই এমন হয়ে থাকলেও প্রশাসন আসে যায় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়না।কংক্রিটের বাঁধের দাবী দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে এলাকার মানুষ।তেমন বাঁধ তৈরী হোক চাইছেন এলাকার লোকজনেরা।তবেই দিঘার মতো নিশ্চিতে দিন কাটাতে পারবে এলাকার বাসিন্দারা।দিনের জোয়ারে যে ভাবে ভয়াবহতা তৈরী হয়েছে।রাতের জোয়ারে আরো ভয়াবহতার রোপ নিতে পারে সমুদ্র।আর তার জন্যই আতঙ্ক তৈরী হয়েছে পাশি আরো কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে।জসিপুর,চাঁদপুর, জলধা,তাইমা প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দা গণ আতঙ্কে রয়েছে।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আপদকালীন বাঁধ মেরামতির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।নজরদারি চলছে গ্রামগুলিতে।

বেলদায় সরকারি বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু চালকের, আহত কমপক্ষে ২০

বেলদা (পশ্চিম মেদিনীপুর), ৬ জুলাই (হি.স.): সাত সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদায়ঊ সরকারি বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরির চালকঊ এছাড়াও সরকারি বাসের কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেনঊ কারও মাথা ফেটে গিয়েছে, কেউ আবার হাতে-পায়ে চোট পেয়েছেনঊ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় আহতদের উদ্ধার করে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ দুর্ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাঊ রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরাঊ পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেঊ

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শনিবার সকাল সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মেদিনীপুর-দিঘা রুটের সরকারি বাসের সঙ্গে একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ সাত সকালে বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে আসেনঊ লরির চালক ও বাসের যাত্রী-সহ কমপক্ষে ২১ জনকে উদ্ধার করে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে লরির চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ বাকি ২০ জন বাস যাত্রী হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সরকারি বাস ও লরিটি বেপরোয়া গতিতে ছুটছিল, সেই কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছেঊ দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় মানুষজন রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেনঊ পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনেঊ মৃত লরির চালকের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ

জলপাইগুড়িতে হাতির তাণ্ডব, আতঙ্কে স্থানীয়রা

মেটেলি, ৬ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকে ফের হাতির তাণ্ডব। শুক্রবার গভীর রাতে মেটেলি ব্লকের লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া বড়োদিঘি চা বাগানে ঢুকে পড়ে তিনটি হাতি। বাগানের ধোবী লাইনে একটি বাড়িতে হামলা চালায়।

ঘর ভেঙে মজুত যাবতীয় খাবার সামগ্রী সাবাড় করে নেয়। নষ্ট করে দেয় যাবতীয় আসবাবপত্র। কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন বাড়ির লোকেরা। তাণ্ডব চালিয়ে ভোরের দিকে আবার জঙ্গলে ফিরে যায় হাতিগুলি। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত একমাসে বেশ কয়েকবার ওই বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়েছে হাতি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাতির তাণ্ডব রুখতে বনদপ্তর কোনওরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ক্ষতিপূরণও দিচ্ছে না। বাগানের লোকজন হাতির আতঙ্কে রাতে ঘুমাতে পারছেন না। রাতে বনকর্মীদের টহলদারি সহ ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন বাগানের বাসিন্দারা। বনদপ্তরের তরফে যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

প্রকাশিত হল দীপক করের লেখা ‘উইংস অফ পোয়েজি’

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.): পোয়েট ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে প্রকাশিত হল দীপক করের লেখা ‘উইংস অফ পোয়েজি’ঊ ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি বই প্রকাশ ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক কাজ কর্ম করে থাকেঊ শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে এই বইটি প্রকাশ করে পোয়েট ফাউন্ডেশনঊ

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড: অমিয় জানা, সংস্থার সভাপতি জগদেন্দু মন্ডল প্রমুখগ্ন

Academic Notification

A special Supplementary Examination will be held from 19th July, 2019 for outgoing Final year students of 6th semester Diploma & gth semester B.E. Degree under Tripura University. All concerned students of TIT with incomplete result are advised to report to the Examination section of the Institute on or before 12" July 2019 positively to fill up the Examination form with requisite fees.

ICA/D/478/19-2020 Principal, TIT

চার নম্বরটা ফ্লোটিং না-রেখে দীনেশকে খেলাক ভারত

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই লিডসের হেডিংলি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারতের মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা।দ্বীপরাষ্ট্রের আর এই বিশ্বকাপ থেকে পাওয়ার কিছু নেই। ৯৬-এর বিশ্বচাম্পিয়নদের এবারের মতো ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ ইভেন্ট থেক বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। কিন্তু ভারতের কাছে আজ রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। শ্রীলঙ্কাকে হারাতে পারলেই লিগ টেবিলে এক নম্বরে উঠে আসবে বিরাট কোহলি আন্ড কোং। এই মাচের প্রিভিউ করলেন আমাদের বিশ্বকাপ বিশেষজ্ঞ শরদিন্দু মুখোপাধায়।শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ কার্যত শেষ। ভারতের বিরুদ্ধে তাদের মোটিভেশন কী হতে পারে?শ্রীলঙ্কার এবারের বিশ্বকাপ একেবারেই ভাল যায়নি। ওরা ৯৬-এর চ্যাম্পিয়ন। একটা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের থেকে যে প্রত্যাশাটা থাকে, সেটা ওরা পূরণ করতে পারেনি। ওদের দলে এক একজন ওয়ার্ল উইনার ছিলেন। কে না ছিলেন এই দলটায়! অর্জুনা রণতুঙ্গা, অরবিন্দ ডিসিলভা, সনত জয়সুরিয়া, মুথাইয়া মুরলীধরন, তিলকরত্ন দিলশান, চামিণ্ডা বাস। শ্রীলঙ্কা দলটা সেটা ধরে রাখতে পারল না। মাচ জিততে পারছে না।দলটা কিন্তু খারাপ নয়। যদি খারাপ হতো, তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে গিয়ে টেস্ট সিরিজ জিতে আসতে পারত না। এখন ওরা একত্রিত হয়ে ওই পারফরমান্সটা বার করে আনতে পারছে না। কিন্তু এই বিশ্বকাপে কিছু ভাল প্লেয়ার বেরিয়ে এসেছেন। যেমন কুশল পেরেরা, কুশল মেন্ডিস, দিমুথ করুনারত্নে, আবিস্কা ফার্নান্ডো, ইসুরু উদানা। লাসিথ মালিঙ্গা চলে যাবেন। ওঁর শেষ বছর এটা। সুরঙ্গ লকমল খেলছেন এখনও। কিন্তু পেস বোলার আনতে হবে টিমে। দেশের বাইরে খেলতে গেলে পেসার লাগবেই। কোয়ালিটি স্পিনারও প্রয়োজন।মুরলীধরনের পর সেভাবে ভাল স্পিনার উঠে আসেন নি। অনেক খেলোয়াড় একসঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ায় দলটা একটু টলমল হয়ে গিয়েছে। একই জিনিস অস্ট্রেলিয়ারও হয়েছিল। কিন্তু অজিরা বেঞ্চ স্ট্রেংথ দিয়ে আবার একটা জায়গায় চলে এসেছে।আজ শ্রীলঙ্কায় অশান্তি-ঝামেলা তো রয়েছেই, পরিকাঠামোও নেই, ফলে সেরকম খেলোয়াড় উঠে আসছে না। এই বিশ্বকাপে ওদের প্লাস পয়েন্ট একটাই। ইংল্যান্ডর মতো বিশ্বের এক নম্বর দলকে হারানো। সেই টিম যে কোনও দলকে হারাতে পারে। তাদের খেলোয়াড় আছে। অভিজ্ঞতা আছে। একত্রিত হয়ে খেলতে হবে। প্রয়োজন একজন ভাল অধিনায়কের।এই বিশ্বকাপেও মালিঙ্গা স্টার, ভারতের বিরুদ্ধে মালিঙ্গা কি ফাক্টর হতে চলেছেন?মালিঙ্গা সবসময় ফাক্টর। বিশ্বমানের প্লেয়াররা সবসময় জ্বলে ওঠেন। ওঁর শেষ বিশ্বকাপ এটা। ভারতের বিরুদ্ধে মাচটা স্মরণীয় করে রাখার জন নিজেকে উজাড় করে দেবেন। ভুলে গেলে চলবে না, ওঁর বয়স ৩৫-৩৬।শরীর ভারী হয়ে গিয়েছে। হয়তো পেস কমে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও ইয়র্কার, স্লোয়ার বাউন্সার, কাটার, এগুলো রয়েছে ওঁর কাছে। এখনও একটা জায়গায় বল করেন। ভারতের মতো বিশ্বের এক নম্বর দলের বিরুদ্ধে উনি ভাল পারফর্ম করেই আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে বিদায় নিতে চাইবেন। অবশই মালিঙ্গাকে সাবধানে খেলা উচিত।ইংলান্ডের মতো দলকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ভারতের বিরুদ্ধে কি অঘটন ঘটাতে পারে?আমার সেটা মনে হয় না, যদিও ক্রিকেটে অসম্ভব বলে কিছু নেই।ভারত এক নম্বরে থেকে লিগ শেষ করতে চাইবে। ১৩ পয়েন্টে আছে, ১৫ পয়েন্টে থামতে চাইবে। অবশ্যই এরপর অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার মাচ রয়েছে। কিন্তু সেটা হাতে নেই এখন। ভারত একে শেষ করলে চার নম্বর দলের সঙ্গে সেমিফাইনাল খেলবে। সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের বদলে নিউজিলান্ডের সঙ্গে খেলবে তারা। আইসিসি ক্রমতালিকাতেও ইংল্যান্ড এগিয়ে আছে। শক্তিশালী দলের বিচারেও তারা নিউজিল্যান্ডের থেকে এগিয়ে। অবশই নক-আউট পর্যায় ভারতকে যে কোনও দুটো ভাল দলকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হতে হবে।এক নম্বরে শেষ করলে একটা মানসিক তৃপ্তি আসে। বুঝিয়ে দেয়, যে কোনওদিন যে কোনও দলকে হারাতে পারি আমরা।ভারত এক্সপেরিমেন্টের পথে হাঁটলে কী কী পরিবর্তন প্রত্যাশিত?আমি চাইব চারে দীনেশ কার্তিক খেলুক। পরিস্থিতি যেমনই হোক। কেদার যাদবকে ছয়-সাতে খেলিয়ে কোনও লাভ হবে না। রানরেট যদি ১৪-১৫ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কার্তিক বা কেদারের থেকে ঋষভ পন্থ অনেক বেশি কার্যকরী হবেন। কার্তিককে চারে খেলিয়ে সেট করে নেওয়া যেতে পারে। শুধু স্ট্রোকই খেলেন না, অনেকক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেন। ধোনির সঙ্গে যদি অন্তত ২০ ওভার খেলে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু ভারতের রান অনেকটা বেড়ে যাবে। শেষের ১০ ওভার যদি পাণ্ডিয়া-পন্থ খেলে দেন. তাহলে ভারতের রান অনায়াসে ৩৫০-র গণ্ডী পার করে যাবে। চার নম্বরটা ফ্লোটিং না-রেখে দীনেশ খেলুক।বিশ্বকাপে ধোনি চূড়ান্ত সমালোচিত হয়েছেন। কী বলবেন তাঁকে নিয়ে?নতুন করে ধোনিকে নিয়ে কিছু বলার নেই। সৌরভ গঙ্গোপাধায়ের কথা মাথায় রেখেই বলছি, পূর্বাঞ্চল থেকে উঠে আসা শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার।ওঁর নেতৃত্বে দুবার বিশ্বকাপ (২০০৭, ২০১১) জিতেছি। দেশে ও বিদেশের মাটিতে প্রচুর টুর্নামেন্ট জিতেছি। ওঁর জন্য প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় ত্রি-দেশীয় সিরিজ জিতেছিলাম। ধোনির ওয়ান-ডে রেকর্ড তো অসাধারণ। সবসময় দেখেছি, চাপের মধে বাট করেছেন। কোনও সময় স্বস্তিতে খেলেন নি, ১৪-১৫ বছর ক্রিকেট খেলে গিয়েছেন এই চাপ নিয়ে। শুরুর দিকের কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে, যখন উনি তিনে-চারে নামতেন। পরে অধিনায়ক হয়ে শেষের দিকে নামতেন। সবসময় চাপে বাট করতেন।এটা তো ঠিক, যে এখনও উনি বিশ্বের সেরা ফিনিশারদের একজন।আফগানিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাচের কথাই ধরুন না। ধোনির ২৮ আর ৫৬ বাদ দিলে ভারতকে কিন্তু জেতার জন বেগ পেতে হতো। ২০০-র কমে স্কোর হয়ে গেলেই কিন্তু আফগানিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঝাঁপিয়ে পড়ত। পিচ দেখে বুঝে গিয়েছিলেন. এই মাচে এত বেশি রান করা সম্ভব নয়। সেইমতোই অঙ্ক কষে খেলাটাকে চালনা করেছিলেন। সেটাই ভারতকে জেতাতে সাহায্য করে। বিরাট কোহলির যে ধোনির ওপর অগাধ আস্থা আর সম্মান, সেটা বোঝা যায়, শেষের চার-পাঁচটা ওভারে। নাহলে ধোনির ওপর কাপ্টেনসিটা ছেড়ে দিয়ে বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করতে পারতেন না।কারোর মনে আছে কি না জানি না, শচীনেরও তাঁর কেরিয়ারের ২৪ তম বছরে ৪০-এর ওপরে গড় ছিল। শচীনের পক্ষে যেটা ছিল সাধারণ। তাঁকেও কিন্তু কথা শুনতে হয়েছিল। তিনি কেন অবসর নিচ্ছেন না! ক্রিকেটের ভগবানকেও কথা শুনতে হয়েছে, ধোনিকেও শুনতে হচ্ছে। এটাই নিয়ম। আমরা অতন্ত দুর্ভাগা, যে এরকম একজন বিশ্বমানের ভারতীয়কে গালাগালি বা ট্রোল করে বিদায় জানাচ্ছি। আমার মনে হয়, ওঁকে ফুলের মালা দিয়ে বিদায় জানানো উচিত। বিশ্বকাপে ভারতের যাই রেজাল্ট হোক না কেন, ধোনির জন একটা অসাধারণ সংবর্ধনার ববস্থা করা হোক। ভারতীয় দলকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন তিনি, ভারত আজ পৃথিবীর কাছে যে সম্মান পায়, তার নেপথ্যে ধোনির অবদান অনস্বীকার্য।

ইংল্যান্ড-ভারত ম্যাচের পোস্ট মর্টেম করলেন সৌরভ, পরাজয়ের পিছনে কারণগুলি জানালো

চলতি বিশ্বকাপ যুদ্ধে এই প্রথমবার হার হয়েছে ভারতের, রবিবার ইংল্যান্ড বনাম ভারত মহারণে ভারতের প্রথমবার হেরে যাওয়া নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে বিশ্ব ক্রিকেট মহলে।শেষ দিকে ভারতের আলগা ভাবে খেলা নিয়েই ইতিমধ্যেই জোর গুঞ্জন, অনেকেই যদিও বলেছেন বিষয়টি ইচ্ছাকৃত ভাবে মেনে নিয়েছে ভারত, কিন্তু বিদেশের মাটিতে ভারতের হার নিয়ে এ বার মুখ খুললেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।রবিবার ভারতের ইংল্যান্ডের কাছে হারার পিছনে মোট দুটি কারণকে তুলে ধরেছেন তিনি। সেই দুটি কারণ হলো, প্রথম দশ ওভারে রোহিত ও বিরাটের মন্থর ব্যাটিং এবং অন্য কারণ হল শেষ পাঁচ ওভারে কেদার ও ধোনি কোনও তাগিদ দেখায়নি।ক্রিকেটের মহারাজের মতে রাহুল আউট হয়ে যাওয়ার পরে বিরাট যখন মাঠে নেমেছিলেন তখন তাঁকে দম নিয়ে খেলা উচিত ছিল, কিন্তু উইকেট বাঁচাতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক ইনিংস খেলেছেন দুজনেই এমনটাই বলছেন তিনি, তাই পনের ওভারেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় ভারত।আর দ্বিতীয়ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে জানিয়েছেন শেষ দিকে ধোনি ও কেদার কেন হাল্কা ভাবে খেলেছেন যেখানে ছয় মারতে হবে সেখানে সিঙ্গেলস নিয়েছিলেন যে তাঁদের কোনও মতেই ঠিক হয়নি।যদিও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও ভারতের এই ম্যাচ নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন নেটিজেনরা। অনেকেই বলেছিলেন পাকিস্তানকে জায়গা না দিতেই ইংল্যান্ডকে জমি ছেড়েছে ভার

মহেন্দ্র সিং ধোনির সমর্থনে নামল আইসিসি, এই বড় কথা বলল ধোনির জন্য

ভারতীয় দলের তারকা উইকেটকিপার এবং বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান মহেন্দ্র সিং ধোনি ৭ জুলাই নিজের ৩৮তম জন্মদিন পালন করবেন। তার জন্মদিনের আগে আইসিসি তাকে একটি দুর্দান্ত উপহার দিয়েছে।জন্মদিনের আগে আইসিসি নিজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ধোনির জন্য একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তাকে ভারতীয় ক্রিকেটের চেহারা বদলে দেওয়া খেলোয়াড় জানিয়েছে।আইসিসি দিল ধোনিকে এই নতুন উপহারভারতীয় ক্রিকেটের দিগগজদের মধ্যে শামিল মহেন্দ্র সিং ধোনকে সমর্পিত করা ভিডিয় আইসিসি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে। এই ভিডিয়োতে আইসিসি তাকে ভারতীয় ক্রিকেটের চেহারা বদলে দেওয়া খেলোয়ার বলেছে। আইসিস ক্রিকেটে দেওয়া যোগদানের জন্য মহেন্দ্র সিং ধোনিকে এই পুরস্কার দিয়েছে। এতে লেখা রয়েছে যে ধোনি এমন একটা নাম যিনি পুরো বিশ্বের কোটি কোটি ক্রীড়াপ্রেমীদের ইন্সপায়ার করেছেন।শুধু তাই নয় আইসিসি ধোনিকে একজন নির্বিবাদি মানুষও বলেছে। এছাড়াও আইসিসি লিখেছে যে মহেন্দ্র সিং ধোনি শুধু একটা নাম নয়। আইসিসি দ্বারা শেয়ার করা ভিডিয়োতে ধোনির আলাদা আলাদা গেম উইনিং মোমেন্টসও দেখানো হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু তারকা খেলোয়াড়দের দ্বারা ধোনির প্রশংসা করতে দেখানো হয়েছে। আপনাদের জানিয়ে দিই যে মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারতের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক।কারণ তিনি ভারতকে দুটি বিশ্বকাপ খেতাব দিয়েছেন, ভারত প্রথম বিশ্বকাপ খেতাব ১৯৮৩ সালে কপিলদেবের নেতৃত্বে জিতেছিল। এরপর ধোনির অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল ২০১১য় এই ট্রফিতে জেতে। এর আগে ধোনি টি-২০ বিশ্বকাপ জেতা ভারতের প্রথম খেলোয়াড় এবং বিশ্বের প্রথম অধিনায়ক হয়েছিলেন।ধোনি জানেন না কবে নেবেন অবসরবিশ্বকাপ ২০১৯ ধোনির জন্য খুব একটা স্পেশাল যায়নি। এই টুর্নামেন্টে তার স্লো শুরুর জন্য তাকে বেশ কিছু তারকা ক্রিকেটার এবং সমর্থকদের দ্বারা সমালোচিত হতে হয়েছে।এই আলোচনার পর ধোনি বলেন যে কিছু মানুষ চান যে আমি অবসর নিয়ে নিই। কিন্তু সেই সঙ্গে ধোনি এটাও বলেছেন যে তিনি জানেন না যে কবে তিনি অবসর নেবেন।বিশ্বকাপের শেষ লীগ ম্যাচে ভারত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। এই জয় ভারতীয় জন্য ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যদি ভারত শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দেয় আর অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে হেরে যায় তো ভারত পয়েন্টস টেবিলে টপে পৌঁছে যাবে।

হাফিজের ফুলটস নিয়ে ব্যঙ্গ আইসিসির, ক্ষুব্ধ পাক সমর্থকেরা

এসবিবি : পাকিস্তামের বিশ্বকাপ যাত্রা শেষ হয়ে গিয়েছে। যদিও স্বান্তনা পুরস্কার স্বরূপ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতে দেশে ফিরছে সরফরাজ অ্যান্ড কোম্পানি। তবুও পাক ক্রিকেটপ্রেমীদের মন খারাপ। আর এরই মধ্যে পাক বোলার মহম্মদ হাফিজকে নিয়ে তামাশায় মেতেছে আইসিসি। আর ক্রিকেটের সর্বচ্চে নিয়ামক সংস্থার এমন ঠাট্টা দেখে বেজায় চটেছেন পাক সমর্থকেরা।আসলে হাফিজের একটি ফুলটস ডেলিভারির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে আইসিসি। এই ভিডিওয় দেখা যায়, নতুন বল গ্রিপে আনতে সমস্যা হয়েছিল হাফিজের। ডেলিভারির সময় হাত ফস্কে বেরিয়ে যায় বল। আর যার সুযোগ নেন সৌম্য সরকার। লোপ্পা ফুলটস সোজা গিয়ে সৌম্যের কাছে যায়। আর তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একটু এগিয়ে এসে ডেলিভারিটি সজোরে খেলেন। আর তা বাউন্ডারি হয়।এমনিতেই বিশ্বকাপ সফরে ব্যর্থ হয়েছেন হাফিজ। আর তার ওপর আইসিসির এই মজা করা ট্যুইট ভাল চোখে দেখছেন না পাক ক্রিকেটপ্রেমীরা। আইসিসিকে অপেশাদার ও অসহিষ্ণু বলেছেন তাঁরা। যদিও হাফিজ আইসিসির এই পোস্টকে মজার ছলেই নিয়েছেন।

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর অজুহাতের রাস্তায় পাক কোচ

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপ থেকে দল ছিটকে যেতেই নিজের পিঠ বাঁচাতে অজুহাত দিতে শুরু করলেন পাকিস্তান কোচ মিকি আর্থার। বাংলাদেশকে হারিয়ে ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্টে শেষ করল পাকিস্তান। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে নিউজিল্যান্ডেরও পয়েন্ট সমান। কিন্তু নেট রান রেটে কিউয়িরা অনেক এগিয়ে থেকে চতুর্থ দল হিসেবে সেমিফাইনালে চলে গেল। এখানেই প্রশ্ন তুলেছেন পাক কোচ। আর্থার বলেছেন, 'আউসিসিকে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে হেড টু হেড দেখতে। সেমিফাইনালে আমরাই যেতাম। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েও নেট রান রেটে পিছিয়ে থাকায় শেষ চারে যেতে পারলাম না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম ম্যাচে বিচ্ছিরিভাবে হেরে যাওয়াটাই আমাদের বিদায় ডেকে আনল।' এরপরই আর্থারের সংযোজন, 'অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। এই দুটো ম্যাচে হারই পার্থক্য গড়ে দিল।'

আর্থার আরও যোগ করেছেন, 'একটা ম্যাচে জঘন্যভাবে হেরে যাওয়ার পর দারুণভাবে ফিরে আসতে হয়। যা আমরা পারিনি। সমস্ত ক্রিকেটাররা হতাশ। যারা শেষ চারে গেল, তাদের শুভেচ্ছা রইল।

ভাল ক্রিকেট খেলেছে বলেই তারা আজ শেষ চারে। তবে মজার কথা হল নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ডকে আমরা হারিয়েছি। তারাই আজ শেষ চারে। অর্থাৎ আমরা খুব একটা পিছিয়ে নেই।' বাংলাদেশ ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করলেও ৪০০ তুলতে পারেনি পাকিস্তান। তার জন্য স্লো উইকেটকেই দায়ী করে গেলেন আর্থার। অর্থাৎ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর নেট রান রেট, স্লো উইকেটকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন পাক কোচ।

বাংলাদেশ ম্যাচে একাধিক রেকর্ড পাক ক্রিকেটের নতুন আফ্রিদির

আজকাল ওয়েবডেস্ক: অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়নি। তবে পাকিস্তান নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়েছে। শতরান করেছেন ইমাম উল হক। ৬ উইকেট নিয়েছেন শাহিন আফ্রিদি। গড়ে ফেলেছেন একাধিক রেকর্ড। ৯.১ ওভার বল করেছেন। ৩৫ রান দিয়েছেন। বিশ্বকাপে সর্বকনিষ্ঠ বোলার হিসেবে এক ম্যাচে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়লেন পাক ক্রিকেটের নতুন আফ্রিদি। মাত্র ১৯ বছর ৯১ দিন বয়স তাঁর। বিশ্বকাপের ইতিহাসে পাক বোলারদের মধ্যে সেরা বোলিং ফিগারও থাকল বাঁহাতি পেসার আফ্রিদির দখলে। তিনি টপকে গেলেন শাহিদ আফ্রিদিকে। ২০১১ সালে কেনিয়ার বিরুদ্ধে ৮ ওভারে ১৬ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন আফ্রিদি। এমনকি পাক কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামকেও টপকে গেছেন নতুন আফ্রিদি। ২০০৩ বিশ্বকাপে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে আক্রাম ২৮ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। এমনকি লর্ডসে কোনও বোলারের একদিনের ক্রিকেটে সেরা বোলিং এটাই। শাহিন ৬ উইকেট পেয়ে টপকেছেন মিচেল স্টার্ককে। এই বিশ্বকাপেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৬ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নেন স্টার্ক। বিশ্বকাপে সর্বকনিষ্ঠ বোলার হিসেবে সর্বচ্চে উইকেটের মালিক আফ্রিদি। শাহিন বিশ্বকাপ শেষ করলেন ১৬ উইকেট নিয়ে। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার আবদুল রাজ্জাক পেয়েছিলেন ১৩ উইকেট। এছাড়া চলতি বিশ্বকাপে এই মুহূর্তে ষষ্ঠ সর্বচ্চে উইকেটশিকারী শাহিন। মাত্র ৫ ম্যাচে ১৬ শিকার তাঁর। এছাড়া দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে বিশ্বকাপে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেলেন শাহিন আফ্রিদি। ১৯৯২ বিশ্বকাপে শচীন সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান।

দলে একজনও ডাক্তার নেই!

ডাঃ পল্লব বসুমল্লিক: খেলার জন্ম বিলেতে। শীতকালে যাঁদের গড়ের মাঠে বা কলকাতায় অন্যত্র নিয়মিত ক্রিকেট দেখার অভ্যেস আছে, তাঁরা এই ময়দানি প্রবাদের সঙ্গে বড্ড পরিচিত। শুধু ক্রিকেট কেন, আদ্যিকাল থেকে আজকের আধুনিক ডাক্তারিবিদ্যারও জন্ম যে বিলেতে, এভাবেই সবাই জেনে এসেছি। তবে আমেরিকা মেডিক্যাল ফিল্ডে ইদানীং প্রভূত উন্নতি করার পর এখন অবশ্য এমনটা বলা হচ্ছে, 'দি ইংলিশ ওয়ে অর ইয়াঙ্কি ওয়ে'।হঠাৎ বিলেতের ডাক্তারি বা ডাক্তার নিয়ে খোঁজ পড়ল কেন? তার দুটো কারণ। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী বোর্ড বিসিসিআই, বিশ্বকাপ ক্রিকেট দলের সঙ্গে একজনও স্পোর্টস মেডিসিনপৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী বোর্ড বিসিসিআই, বিশ্বকাপ ক্রিকেট দলের সঙ্গে একজনও স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাদ দিন, সাধারণ ডাক্তারই পাঠায়নি! ফলস্বরূপ, ১৯ জুন নেটে বুমরার ইয়র্কারে চোট পেয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ভাঙা বিজয় শঙ্কর দিব্যি তারপরও দুটো ম্যাচ পুরো খেললেন (২২ জুন আফগানিস্তান, ২৭ জুন ওয়েস্ট ইন্ডিজ)! এমনকী ৩০ জুন ইংল্যান্ড ম্যাচে মাঠে জলও বয়ে আনেন। রহস্যজনকভাবে পরদিনই ঘোষণা করা হল তিনি দেশে ফিরবেন। ফ্র্যাকচারে ৩ সপ্তাহ বিশ্রাম জরুরি।আলি ইরানি নামক জোকসটা মনে পড়ল। অতীতে তিনিও ক্রিকেটারদের ভীষণ প্রিয় ছিলেন। ফিজিওথেরাপিস্ট, হাবে---ভাবে যেন পুরো ডাক্তার! এই দলটারও মেডিক্যাল বিষয়ক সর্বেসর্বা ফিজিও ফারহার্ট। স্ট্রেংথ ও ফিটনেসের দায়িত্বে শঙ্কর ভাসু, সহকারী রঘু শ্রীনিবাসন। দুজন ম্যাসিওর আশিস টুলি ও অরুণ কানাডে। মুশকিল হচ্ছে, এঁরা সবাই নামী, অভিজ্ঞ কিন্তু কারও ডাক্তারি ডিগ্রি নেই। সূত্র জানাচ্ছে, বিজয় শঙ্করের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ক্রাশিং ইনজুরি। হাড়ের ভাঙা টুকরো সরে যায়নি।

সেরা চিকিৎসা পরিষেবা হাতের মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও আঘাতের ১২ দিনের মাথায় প্রথমবার স্ক্যান হয়। স্ক্যান করার আদৌ প্রয়োজন রয়েছে, সেটাই যে সাপোর্ট স্টাফের দল বুঝতে পারেনি। বিজয়ও দলে থেকে যাওয়ার জন্য যথাসম্ভব ভান করেন, তিনি সুস্থ। আসলে যতক্ষণ সাফল্য, অনেক অপ্রিয় ঘটনা---পরম্পরাই ময়নাতদন্ত না করে কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলা যাবে।

চাহালের জায়গায় আজ ভারতীয় দলে রবীন্দ্র জাদেজা

আজ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে দলে একটিমাত্র পরিবর্তন করলো ভারত। চাহালের জায়গায় দলে জায়গা পেয়েছে রবীন্দ্র জাদেজা। সেমিফাইনালের আগে সবরকম পরীক্ষা নিরিক্ষাই করে নিতে চাইছে ভারত। এদিন টসে জিতে ব্যাটিং নেয় শ্রীলংকা। বল করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা দেন বুমরা। প্রথম ১০ ওভারের মধ্যেই ৪ উইকেট হারাতে হয় শ্রীলঙ্কানদের। এক্ষেত্রেও বল হাতে একটি উইকেট তুলে নিয়ে যোগ্য সংগত দেয় জাদেজা।ভারতের একাদশ-বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল, মহেন্দ্র সিং ধোনি (উইকেটরক্ষক), কুলদীপ যাদব, ভুবনেশ্বর কুমার, দীনেশ কার্তিক, জসপ্রিত বুমরাহ, ঋসভ পন্থ, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা।শ্রীলঙ্কার একাদশ-দিমুথ করুনারত্নে (অধিনায়ক), কুশাল পেরেরা (উইকেটরক্ষক), লাহিরু থিরিমান্নে, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, কুশাল মেন্ডিস, থিসারা পেরেরা, ধনঞ্জয়া ডি সিলভা, লাসিথ মালিঙ্গা, ইশুরু উদানা, আভিস্কা ফার্নান্দো, কাসান রাজিথা।

তোমার জন্য গর্বিত" শোয়েবের অবসরের পর টুইট সানিয়ার

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বিশ্বকাপে অভিযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান ক্রিকেটে এক যুগের অবসান হয়েছে। ২০ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টেনে অবসর ঘোষণা করেছেন শোয়েব মালিক। স্বাভাবিকভাবেই কঠিন সিদ্ধান্তের পর, স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন সানিয়া মির্জা। পাক ক্রিকেটারকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অসমান্য সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন শোয়েবের কীর্তিতে তিনি এবং তাঁদের সন্তান ইজহান দু''জনেই গর্বিত।শোয়েবের অবসর ঘোষণার কিছুক্ষণ পরই টুইটারে একটি শুভেচ্ছাবার্তা পোস্ট করেন সানিয়া। ভারতীয় টেনিস তারকা লেখেন, ''সব গল্পেরই একটা শেষ আছে। কিন্তু মনে রেখো, জীবনে সব শেষের পরই আরেকটা নতুন শুরু হয়। তুমি ২০ বছর ধরে গর্বের সঙ্গে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অনেক খেতাব, সম্মান জিতেছ। ইজহান এবং আমি তোমার জন্য গর্বিত। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগের রাতে শোয়েব মালিক এবং গোটা পাকিস্তান দলকে সঙ্গে নিয়ে এক রেস্তরাঁয় গিয়েছিলেন সানিয়া। যা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়। তারপর থেকে আর সেভাবে বিশ্বকাপ নিয়ে টুইট করতে দেখা যায়নি সানিয়াকে।১৯৯৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে অভিষেক হয় শোয়েবের। দেশের হয়ে ২৮৭ ওয়ান ডে খেলে ৭ হাজার ৫৩৪ রান করেছেন শোয়েব। ৯টি সেঞ্চুরির সঙ্গে ৪৪টি হাফ সেঞ্চুরিও আছে তাঁর। উইকেট নিয়েছেন ১৫৮টি। পাশাপাশি সানিয়া মির্জার স্বামী পাকিস্তানের হয়ে ৩৫টা টেস্টও খেলেছেন। ১ হাজার ৮৯৮ রানের মধ্যে রয়েছে তিনটে সেঞ্চুরি। তবে চলতি বিশ্বকাপ একেবারেই ভাল যায়নি শোয়েবের। ব্যর্থ হচ্ছিলেন বারবার। যে কারণে তাঁকে টিম থেকে বাদও পড়ে যেতে হয়। মোট ৩ ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন সানিয়ার স্বামী। যাতে সাকুল্যে তাঁর সংগ্রহ ৮ রান। ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই শেষ হল শোয়েবের কেরিয়ার।

লিডসে নতুন কীর্তি বুমরার

মুকুটে নতুন পালকযুক্ত হল আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের বিচারে বিশ্বের সেরা ওয়ানডে বোলার যশপ্রীত বুমরার।শনিবার বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ানডে ক্রিকেটে নিজের শততম উইকেটটি নিলেন ভারতের পেস-ব্রিগেডের প্রধান ভরসা।ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম বোলার হিসাবে মাত্র ৫৬ ম্যাচ খেলে ১০০ উইকেটের মালিক ''বুমবুম'' বুমরা। বুমরার সতীর্থ মহম্মদ শামি ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ১০০ উইকেট শিকারী।শনিবার হ্যাটট্রিকের হাতছানি ছিল বুমরার সামনে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পর পর দু'' বলে রুবেল ও মুস্তাফিজুরের উইকেট তুলে নিয়ে ভারতকে জয় এনে দেন। শনিবার প্রথম বলেই শ্রীলঙ্কার একটা উইকেট নিতে পারলেই হ্যাটট্রিক হয়ে যেত তাঁর।নিজের প্রথম বলে উইকেট নিতে না পারলেও চতুর্থ ওভারে বুমরার বল শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নের ব্যাট ছুঁয়ে ধোনির দস্তানায় জমা পড়ে। এটিই তাঁর শততম উইকেট। ডেথ ওভারে ব্যাটসম্যানদের পায়ের পাতা লক্ষ্য করে আছড়ে পড়ে বুমরার ইয়র্কার।

শান্তিরবাজারে বিজেপিতে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৬ জুলাই ।। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নকে নিয়ে বিজেপির কোন্দল প্রকাশ্যে আছড়ে পড়েছে। আজ ধলাই জেলার শান্তিরবাজারে বিজেপির দুই গোষ্ঠির মধ্যে প্রকাশ্যে সংঘাত আছড়ে পড়ে। বিজেপি কিষান মোর্চার এক নেতা শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হন। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে অভিযোগ। কিষান মোর্চার নেতার উপপর শারীরিক ভাবে আক্রমণের ঘঠনায় বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল তীব্র আকার নিতে চলেছে।

অজানা রোগাতঙ্কে অমরপুর উপজাতি এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। অমরপুর মহকুমার উপজাতি অধ্যুষিত কুরমা এলাকায় বসবাসকারীরা অজানা রোগাতঙ্কে ভুগছেন। এলাকার বেশ কয়েকটি পরিবারের লোকজনরা আক্রান্ত হয়ে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। সেখান থেকে তাদেরকে আগরতলার আইজিএম স্টেট হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অমরপুর মহকুমার কুরমা উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামের শিশু সহ ১২ জন বর্তমানে আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কট জনক হওয়ায় আইসিওতে স্থানান্তর করা হয়েছে। অপর ১১ জনকে একটি পৃথক ওয়ার্ডে চিকিৎসা চলেছে। আক্রান্তরা জানান, প্রত্যেকেই জ্বর ও প্রচণ্ড গলা ব্যথায় ভুগছেন। খাওয়া দাওয়া ও করতে পারছেন না। একই এলাকায় ১২ জনকে অমরপুর হাসপাতাল থেকে আইজিএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আক্রান্তদের পরিবারের লোকজনরা জানান, কুরমা এলাকায় অজানা রোগের আতঙ্ক বিরাজ করছে। আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১২ জনকে একটি পৃথক ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রেখে ব্যাকটেরিয়া টিটেনাম টিকাকরণও করা হয়েছে। আক্রান্তদের সঙ্গে যারা এসেছে তাদেরকেও আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে টিকাকরণ করা হয়েছে। আইজিএম হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তারা সবাই ডিফথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ধারণা করে ডিপথেরিয়া পরীক্ষা করানো হয়েছে। কিন্তু ডিপথেরিয়ায় জীবাণু মিলেনি। চিকিৎসক জানান, আশঙ্কা করা হচ্ছে তারা ভাইরাল কেনজাইটিসে আক্রান্ত হয়েছে। সে অনুযায়ী তাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক সহ যাবতীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। আক্রান্তরা ইতিমধ্যেই তাতে সাড়া দিয়েছে বলেও জানান কর্তব্যরত টিকিৎসকরা। অমরপুরের কুরমা এলাকায় আরও বেশকিছু সংখ্যক লোক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। অনেকেই চিকিৎসার সুযোগ নিতে হাসপাতালে আসতে পারছেন না। ওই এলাকায় দ্রুত মেডিক্যাল টিম পাঠানোর দাবি উঠেছে। আইজিএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিকর্তার নজরে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইজিএম হাসপাতালের চিকিৎসক।

চা বাগানে বনদফতরের পাতা খাঁচায় বন্দি হল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ

বানারহাট, ৬ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বানারহাট থানার রিয়াবাড়ি চা বাগানে বনদফতরের পাতা খাঁচায় বন্দি হল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। শনিবার বানারহাট থানার রিয়াবাড়ি চা বাগানে পাতা একটি খাঁচায় চিতাবাঘটি ধরা পড়েছে।
জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই বাগানে চিতাবাঘের উপদ্রব দেখা দিয়েছিল। বাগান কর্তৃপক্ষের পরামর্শে বনদফতরের তরফে গত সোমবার বাগানের ৫ ও ৬ নম্বর সেকশনের মাঝামাঝি এলাকায় একটি খাঁচা পাতা হয়। এদিন সকালে দেখা যায় একটি চিতাবাঘ তাতে ধরা পড়েছে। খবর পেয়ে বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। রেঞ্জার অর্ঘ্যদীপ রায় জানিয়েছেন, চিতাবাঘটি পূর্ণবয়স্ক এবং সেটি সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

শনিবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

সমাজকে স্বরোজগারি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। যুব সমাজকে স্বরোজগারি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শনিবার আগরতলায় প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান যোজনা শীর্ষক কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকলকে সরকারী চাকরি দেওয়া কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। বেকারদের কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি করে দিয়ে সরকার বদ্ধ পরিকর। এজন্য প্রত্যেককে সঠিক দিশা নিয়ে কাজ করতে হবে। স্বরোজগারি হতে হলে নিজেদেরকেও উদ্যোগী হতে হবে। সরকার নির্ভরশীলতা সমাজ ব্যবস্থা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে হবে। বর্তমান সরকার প্রাইভেট সেক্টরকে উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টরে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ব্যাক্তি স্বনির্ভর হলে রাষ্ট্র স্বনির্ভর হবে। তিনি বিগত বামফ্রন্ট সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। বেকারদের স্বরোজগারি করে তোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিগত বাম সরকারের আমলে রাজ্যে কর আদায়ের হার ছিল মাত্র ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কর আদায়ের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশ। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি হলে তারা কৃষি উৎপাদনে উৎসাহিত হবেন। জমি পতিত থাকবে না। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে রাজ্যে জিডিপির হাড় অনায়াসে বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন রাজনীতির জন্য রাজনীতি নয়, রাজনীতি করতে হবে দেশের জন্য, জনগনের কল্যাণের জন্য। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের প্রতিটি বেকার যুবক যুবতীকে কর্মমুখী করে তুলতে বর্তমান সরকার যে প্রয়াস নিয়েছে তাকে সফল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল্লিতে, মুম্বইয়ে বৃষ্টিতে গাছ ভেঙে পড়ল ট্রেনের ওপর

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ৬ জুলাই (হি.স.): সপ্তাহান্তে স্বস্তির বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজধানী দিল্লিতে। শনিবার সকালে মেঘলা, ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঘুম ভাঙল দিল্লিবাসীর। দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা চলতি মরশুমের গড় তাপমাত্রার চেয়ে এক ডিগ্রি কম। সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত হয়েছে। এদিন দিল্লির তাপমাত্রার পারদ সর্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্পর্শ করতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। অন্যদিকে, ভারী বৃষ্টিতে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে মুলুন্দ রেলওয়ে স্টেশনে একটি গাছ ভেঙে পড়ল লোকাল ট্রেনের ওপর। কোনও হতাহতের খবর নেই।
নয়াদিল্লির সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, সকাল থেকে মোট ২৫ মিলিমিটার (মিমি) বৃষ্টি হয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন ছিল। এর প্রভাবে রাতের দিকে বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মধ্য প্রদেশের দেওয়াসে অতিভারী বৃষ্টির প্রভাবে বেশ কয়েকটি নদী প্লাবিত হয়ে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে ইন্দোর-বেতুল ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং চাপড়া-বাগলি মার্গ-এ। বন্ধ রয়েছে ওই পথে যানচলাচল। জল দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিক ধীরে হয়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্রের থানের একাধিক অঞ্চলে। অন্যদিকে, ভারী বৃষ্টিতে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে মুলুন্দ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপরে (সিওপি) একটি বড় গাছের অংশ ভেঙে পড়ে একটি লোকাল ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফে আটকে যায়। কিছুক্ষণের জন্য প্ল্যাটফর্ম বন্ধ থাকলেও পরে গাছটি সরিয়ে স্বাভাবিক হয়েছে ট্রেন চলাচল।

ভেলোর লোকসভা কেন্দ্র : প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল ডিএমকে

চেন্নাই, ৬ জুলাই (হি.স.): খুব বেশি দিন আর বাকি নেইউ আগামী ৫ আগস্ট তামিলনাড়ুর ভেলোর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে।
গত ৪ জুলাই নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছিল, আগামী ৫ আগস্ট ভেলোর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবেউ নির্বাচন কমিশন দিনক্ষণ ঘোষণা করার পরই ভেলোর সংসদীয় আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিল ডিএমকেউ শনিবার ডিএমকে-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভেলোর লোকসভা আসনে ডিএমকে-র টিকিটে লড়বেন ডি এম কাঠির আনন্দ।
উল্লেখ্য, টাকা দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার প্রচেষ্টার কারণে তামিলনাড়ুর ভেলোর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশনউ রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পরই ১৮ এপ্রিল ভেলোরে নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশনউ বিপুল পরিমাণে টাকা উদ্ধার হওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে নির্বাচন কমিশন।
গত ৪ জুলাই নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৫ আগস্ট ভেলোর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবেউ নির্বাচন কমিশন দিনক্ষণ ঘোষণার পর ভেলোর লোকসভা আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিল ডিএমকেউ প্রসঙ্গত, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় তামিলনাড়ুর ৩৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল।
কিন্তু, ভেলোর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন না হওয়ায় ৩৯টির বদলে ৩৮টি আসনে নির্বাচন হয়।

রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক, ভুয়ো আতঙ্ক ছড়ানোর দায়ে ধৃত যাত্রী

হায়দরাবাদ, ৬ জুলাই (হি.স.): রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রয়েছে বোমাউ বিমানবন্দরে ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগে আটক করা হল হায়দরাবাদ থেকে চেন্নাইগামী ইন্ডিগো বিমানের একজন যাত্রীকেউ বিমানবন্দরে ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগেই ওই যাত্রীকে আটক করা হয়েছেউ শনিবার সকালে হায়দরাবাদ থেকে চেন্নাইগামী ইন্ডিগো বিমানের একজন যাত্রী রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফোন করে দাবি করে বিমানবন্দরে বোমা রয়েছেউ ততণাতনড়েচড়ে বসে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও শামশাবাদ থানার পুলিশউ রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সমস্ত উড়ান সাময়িকের জন্য বন্ধ করে দেয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষউ পরে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ভুয়ো আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছেউ ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগেই গ্রেফতার করা হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় একজন যাত্রীকে।
ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (শামশাবাদ) প্রকাশ রেড্ডি জানিয়েছেন, শনিবার সকালে হায়দরাবাদ থেকে চেন্নাইগামী ইন্ডিগো বিমানের একজন যাত্রী রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফোন করে জানায় বিমানবন্দরে বোমা রয়েছেউ পরে জানা যায়, ভুয়ো আতঙ্ক ছড়ানোর জন্যই ফোন করা হয়েছিলউ ভুয়ো আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে একজন যাত্রীকেউ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শামশাবাদ থানার পুলিশ।

দ্বারকায় নাবালিকা ধর্ষণে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ অরবিন্দ সরকারের

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.) : দ্বারকায় ছয় বছরের নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ হিসাবে শনিবার নির্যাতিতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করল কেজরিওয়াল সরকার। চলতি সপ্তাহের শুরুতে দ্বারকার নৃশংস ওই ঘটনার পর এদিন শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সফদরজং হাসপাতালে নির্যাতিতা শিশুটি এবং তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এদিন দেখা করেছেন তিনি এবং উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করে, আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো বলেন, **ছয়ের পাতায় দেখুন**

পাঁচ বছরে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি পূরণ হবেই আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ৬ জুলাই (হি.স.): পাঁচ বছরে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার অর্থনীতি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরাউ কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘবিশ্বাস, পাঁচ বছরে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি পূরণ হবেইউ শনিবার নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসীতে বিজেপির সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর অভিযান মেগা কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'গতকাল সমস্ত টেলিভিশন এবং আজ সমস্ত সংবাদপত্রে, আপনারা নিশ্চয়ই ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে শুনেছেন অথবা পড়েছেনউ ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি কী এবং কীভাবে তা ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিকের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই সম্পর্কে বোঝা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণউ' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ইংরেজিতে একটি কথা আছে, অর্থাতযত বড় কেক হবে, তত টুকরোই মানুষ পাবেউ এই কারণেই ৫ লক্ষ কোটি ডলার অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছেউ' লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মূর্তি উন্মোচিত হওয়ার পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তথা কংগ্রেস নেতা অনিল শাস্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ উপস্থিত ছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ছোট ছেলে তথা বিজেপি নেতা সুনীল শাস্ত্রীওউ এদিনই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানেও যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ এছাড়াও দশাশ্বমেধ ঘাটের মন মহলের ভার্চুয়াল মিউজিয়ামেও যাওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীরউ সদস্য সংগ্রহের অভিযানে এবার ইতিহাস তৈরি করবে বিজেপি। শনিবার উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে এক দলীয় অনুষ্ঠানে এমনই দাবি করলেন দলের কার্যকারী সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা।
বারাণসীতে বিজেপি-র সদস্য সংগ্রহ অভিযানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি লক্ষ্য অর্জনের গতিপথ রয়েছে বাজেটেউ আগামী পাঁচ বছরে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হব আমরাউ' আত্মবিশ্বাসের সুরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পাঁচ বছরে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি পূরণ হবেইউ কিন্তু, কিছু মানুষ বলছেন এসবের কীসের প্রয়োজন এবং কেন করা হচ্ছে?'
সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ আরও নিবিড় করতে এক দিনের সফরে শনিবার নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসীতে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বারাণসী কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভের পর, শনিবার দ্বিতীয়বারের জন্য বারাণসীতে আসেন প্রধানমন্ত্রীউ এদিন সকালে বারাণসী বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিজেপির কার্যসকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং উত্তর প্রদেশ বিজেপির সভাপতি এম এন পাণ্ডে প্রমুখউ দিনভর বহু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীরউ দিনের শুরুতেই বারাণসী বিমানবন্দরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মূর্তি উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রীউ লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মূর্তি উন্মোচিত হওয়ার পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তথা কংগ্রেস নেতা অনিল শাস্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ উপস্থিত ছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ছোট ছেলে তথা বিজেপি নেতা সুনীল শাস্ত্রীওউ এদিনই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানেও যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ এছাড়াও বারাণসীর ভার্চুয়াল এক্সপেরিমেন্টাল মিউজিয়ামেও যান প্রধানমন্ত্রীউ উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিজেপির কার্যপকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা।
এদিন বারাণসীতে দলের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশজুড়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে হবে জগতপ্রকাশ নাড্ডা বলেন, নতুন ৬ কোটি নতুন সদস্যকে দলে অন্তভুক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু কর্মীদের মধ্যে উন্মাদনা দেখতে পেয়ে মনে হচ্ছে গত বছরের ১১ কোটি নতুন সদস্যের অন্তভুক্তির রেকর্ডও আমরা ছাপিয়ে যাব। দলের সাংগঠনিক উন্নতির খতিয়ান তুলে ধরে জগত প্রকাশ নাড্ডা বলেন, বিগত কয়েক বছরে নির্বাচনী সাফল্যের পরে বর্তমানে আট লাখের বেশি বুথে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে বিজেপি। এবার টোল-ফ্রি ফোন নম্বরের মাধ্যমে অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ করা হবে। এই বুথগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। দলীয় কর্মীদের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা তুলে ধরে জগত প্রকাশ নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বারাণসীর প্রতিটি বুথে দলীয় কর্মীদের গাছ লাগাতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা আমাদের পূরণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে জগত প্রকাশ নাড্ডা বলেন, নরেন্দ্র মোদী সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব। দলের হয়ে প্রতিটি কোণায় তিনি কাজ করেছেন। উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় কাজ করার সময় তাঁকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার নেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে জগত প্রকাশ নাড্ডা বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে আদর্শের জন্য নিজের আত্মত্যাগ করেছিলেন ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেন্দ্র নাথ পাণ্ডে, কার্যকারী সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা সহ বিশিষ্ট বিজেপি নেতৃত্ব।

যথাযথ মর্যাদায় পালিত শ্যামাপ্রসাদের জন্ম দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম দিবস আজ রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিজেপির রাজ্য সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, প্রমুখ। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিরপ্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সাংসদ সহ উপস্থিত অন্যান্যরা। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। যে আদর্শ নিয়ে তারা দল গঠন করেছিলেন সেই আদর্শ থেকে যাতে কেউ বিচ্যুতি না হন সেজন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতীয় জনতাপার্টি নামে যে রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন সেই রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বর্তমানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শিরা উপশিরা ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি জনপদে পৌঁছে গিয়েছে। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি সহ অন্যান্য রাষ্ট্র নেতারা দীর্ঘ ৫১ বছর আগে যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন সেই ত্যাগের ফসল আমরা এখন ভোগ করছি। তাদের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা একমাত্র দেশকে আরও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার মধ্যে দিয়েই সম্ভব বলে উল্লেখ করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিরনীতি আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি আমাদের কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে নানা সামাজিক কর্মসূচিও পালন করা হয়।

পেট্রোল ও ডিজেলের শুল্ক বড়ানোয় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। পেট্রোল ও ডিজেলের উপর কেন্দ্রীয় বাজেটে ১টা করে প্রতি লিটারে উৎপান শুল্ক এবং ১টা করে সেস বসানোর ফলে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গত মধ্য রাত থেকেই জ্বালানির উপর অতিরিক্ত মূল্য কার্যকর হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে দেশবাসী নিরাশ হয়েছেন। পেট্রোল ও ডিজেলের উপর উৎপাদন শুল্ক ও সেস বাবদ ২টাকা বৃদ্ধি করায় ত্রিপুরায় পেট্রোলের দাম প্রতিলিটারে ২ টাকা ৪৩ পয়সা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ টাকা ৩১ পয়সা। ডিজেলের দাম প্রতিলিটারে ২ টাকা ৩৯ পয়সা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ টাকা ৫১ পয়সা। গত মধ্যরাত থেকেই বর্দ্ধিত মূল্য কার্যকর হয়েছে। জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে অতিরিক্ত বোঝা চেপেছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি হলে পরিবহণ খরচও বেড়ে যায়। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে থাকে নিত্যপণ্যের উপর। স্বাভাবিক কারণেই নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কাও রয়েছে। সাধারণ মানুষের অভিমত প্রত্যেকেরই ধারণা দিল ৩০০ এর বেশি আসন পেয়ে কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় বার কেন্দ্রীয় সরকার গরীব ও মধ্যবিত্ত অংশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা করবে। কিন্তু পেট্রোল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি জনগণের আত্মবিশ্বাসে কুঠারাঘাত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে অনেকেই অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। সাধারণ মানুষের আয় ক্ষমতা বৃদ্ধি না করে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিকে হতাশাজনক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছে তাতে বহু নতুন নতুন চিন্তা ধারার প্রকাশ ঘটলেও সার্বিকভাবে এই বাজেট জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কতটা সহায়ক হবে তা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।